১ জুলাই ২০১৩

ষান্মাসিক মানবাধিকার প্রতিবেদন

জানুয়ারি-জুন ২০১৩

প্রতি মাসে গড়ে ৩০ জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার

হেফাজতে নির্যাতন

র‍্যাবের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা প্রত্যাহারের জন্য ভিকটিমকে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যানের পরামর্শ

আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর থেকে গুম

সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা হরণ

রাজনৈতিক সহিংসতা

হেফাজতে ইসলামের নিরস্ত্র নেতা কর্মীদের রাতের অভিযানে গুলি করে হত্যা

বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন

ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি সহিংসতা

সভা-সমাবেশে হামলা ও নিষেধাজ্ঞা

শ্রমিকের অধিকার

ফৌজদারী কার্যবিধির ১৪৪ ধারা জারী

সন্ত্রাস দমন আইন ২০০৯ এর সংশোধনী বিল ২০১৩ জাতীয় সংসদে পাশ

নারীর প্রতি সহিংসতা অব্যাহত

মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের অবস্থা

চার সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে অধিকার এর পর্যবেক্ষণ

অধিকার মনে করে 'গণতন্ত্র' মানে নিছক নির্বাচন নয়, রাষ্ট্র গঠনের-প্রক্রিয়া ও ভিত্তি নির্মাণের গোড়া থেকেই জনগণের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় নিশ্চিত করা জরুরি। সেটা নিশ্চিত না করে যাত্রা শুরু করলে তার কুফল জনগণকে বয়ে বেড়াতে হয়। জনগণের সেই ইচ্ছা ও অভিপ্রায় রাষ্ট্র পরিচালনার সমস্ত ক্ষেত্রে নিশ্চিত করা না গেলে তাকে 'গণতন্ত্র' বলা যায় না। নিজের অধিকারের উপলব্ধির মধ্যে দিয়েই অপরের অধিকার এবং নিজেদের সমষ্টিগত অধিকার ও দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া ও তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব। ব্যক্তির যে-মর্যাদা অলঙ্ঘনীয়, প্রাণ, পরিবেশ ও জীবিকার যে-নিশ্চয়তা বিধান করা ছাড়া রাষ্ট্র নিজের ন্যায্যতা লাভ করতে পারে না এবং যে সব নাগরিক অধিকার সংসদের কোন আইন, বিচারবিভাগীয় রায় বা নির্বাহী আদেশে রহিত করা যায় না- সেই সব অলঙ্ঘনীয় অধিকার অতি অবশ্যই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগঠনের ভিত্তি হওয়া উচিত। বাংলাদেশের মানবাধিকার কর্মীদের গণভিত্তিক সংগঠন অধিকার সেই সব অধিকার ও দায়িত্ব বাস্তবায়নের জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। মানুষ ও নাগরিক হিসেবে এই সব অধিকার

ঐতিহাসিক লড়াই-সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে মানবেতিহাস অর্জন করেছে এবং সেই সব অধিকারের সার্বজনীনতা নানান আন্তর্জাতিক ঘোষণা, সনদ ও চুক্তির মধ্যে দিয়ে আজ বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত।

অধিকার বাংলাদেশের মানবাধিকার আন্দোলনকে নিছকই রাষ্ট্রের হাতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার 'ব্যক্তি'র অধিকার রক্ষার ব্যাপার মাত্র বলে মনে করে না, বরং ব্যক্তির মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলন ও সংগ্রামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বলে মনে করে। এই লক্ষ্য নিয়েই অধিকার জনগণের নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষায় মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে এবং এরই ধারাবাহিকতায় এই প্রতিবেদনে চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে জুন এই ছয় মাসের মানবাধিকার পরিস্থিতি তুলে ধরা হয়েছে।

প্রতি মাসে গড়ে ৩০ জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার

১. অধিকার এর তথ্যানুযায়ী জানুয়ারি-জুন এই ছয় মাসে ১৮৪ জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন। অর্থাৎ প্রতি মাসে গড়ে ৩০ জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন।

ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধ

২. বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের কারণে নিহত ১৮৪ জনের মধ্যে ৩১ জন "ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধে" নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এঁদের মধ্যে র‍্যাব দ্বারা ১৫ জন ও পুলিশের হাতে ১৬ জন নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

নির্যাতনে মৃত্যু

৩. জানুয়ারি থেকে জুন এই ছয় মাসে ছয় জন নির্যাতনের কারণে মারা গেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এঁদের মধ্যে পুলিশের হাতে পাঁচ জন এবং র‍্যাবের হাতে একজন নির্যাতিত হয়ে নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

গুলিতে মৃত্যু

৪. উল্লেখিত নিহতদের মধ্যে ১৪২ জন গুলিতে মারা গেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এঁদের মধ্যে পুলিশের গুলিতে ১০৪ জন, পুলিশ-বিজিবি'র গুলিতে ২৮ জন, বিজিবি'র গুলিতে সাত জন, র‍্যাবের গুলিতে দুই জন এবং র‍্যাব-কোস্টগার্ড এর হাতে একজন নিহত হয়েছেন।

পিটিয়ে হত্যা

৫. জানুয়ারি থেকে জুন এই ছয় মাসে চার জনকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এর মধ্যে পুলিশ তিন জনকে এবং র‍্যাব একজনকে পিটিয়ে হত্যা করেছে।

শ্বাসরোধে হত্যা

৬. উল্লেখিত নিহতদের মধ্যে পুলিশ একজনকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছে।

নিহতদের পরিচয়

৭. নিহত ১৮৪ জনের মধ্যে ১০ জন বিএনপি'র নেতা-কর্মী, সাত জন হেফাজত ইসলামের সদস্য, একজন মাদ্রাসা শিক্ষক, একজন আওয়ামীলীগ কর্মী, একজন ইসলামিক শ্রমিক আন্দোলনের সদস্য, একজন পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টি (এমএল জনযুদ্ধ) এর নেতা, একজন গণমুক্তি ফৌজ এর সদস্য, ৬১ জন জামায়াত-শিবির সমর্থক, দুই জন ব্যবসায়ী, একজন লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির সদস্য, একজন দর্জি, তিন জন মাদক ব্যবসায়ী, একজন জেলে, একজন মাছ ব্যবসায়ী, একজন জমির দালাল, একজন ইলেকট্রিশিয়ান, একজন সবজি ব্যবসায়ী, একজন চা দোকানের সহকারী, একজন বাস হেলপার, দুই জন পোশাক শ্রমিক, পাঁচ জন ছাত্র, একজন তুস ব্যবসায়ী, একজন দিন মজুর, চার জন কৃষক, একজন হকার, দুই জন গাড়ির ড্রাইভার, দুই জন ভ্যান চালক, একজন ইট ভাটার শ্রমিক, ২৮ জন কথিত অপরাধী এবং ৪০ জনের পেশা জানা যায়নি।

৮. গত ২৯ এপ্রিল জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলে অনুষ্ঠিত ইউনিভার্সল পিরিওডিক রিভিউ (ইউপিআর) সেশনে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডাঃ দীপু মনি বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের বিষয়টি অস্বীকার করেন। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের 'আইনগত কোন ভিত্তি নেই' বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি এও বলেন কোন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যের বিরুদ্ধে নিয়ম-শৃংখলা ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ আসলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়।

৯. বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে ২০১৩ সালের জুন মাস পর্যন্ত ৬১৯ জনকে বিচারবহির্ভূতভাবে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ থাকলেও একটি হত্যাকাণ্ডেরও স্বাধীন ও নিরপেক্ষ তদন্ত সাপেক্ষে দোষী আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য বা সদস্যদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

হেফাজতে নির্যাতন

১০. জানুয়ারি থেকে জুন এই ছয় মাসে ১৮ ব্যক্তি বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগে প্রকাশ। এঁদের মধ্যে ১২ জন নির্যাতনের শিকার হয়ে বেঁচে আছেন ও ছয় জন মৃত্যুবরণ করেছেন, যা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এঁদের মধ্যে পুলিশের হাতে ১৭ জন ও র‍্যাব এর হাতে এক জন নির্যাতিত হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

১১. গত ৫ জুন ২০১৩ সন্ধ্যা আনুমানিক ৭.০০ টায় ঢাকা জেলার সাভার উপজেলার হেমায়াতপুরে সাভার মডেল থানার এএসআই মোঃ আকিদুল ইসলামের নেতৃত্বে একদল পুলিশ হেমায়েতপুর এলাকার মোঃ শামীম সরকার (৩৩) ও মোঃ সাইফুল ইসলাম খানকে (২৫) আটক করে। এএসআই আকিদুল ইসলাম রাত আনুমানিক ১২.০০ টায় শামীম সরকারের ছোট ভাই বিপ্লব সরকারকে মোবাইল ফোনে ২ লাখ টাকা নিয়ে দেখা করতে বলে। কিন্তু শামীমের পরিবার দুই লাখ টাকা দিতে না পারায় শামীম এবং সাইফুলকে সাভার ট্যানারি পুলিশ ফাঁড়িতে নিয়ে আশুলিয়া থানার এসআই মোঃ এমদাদুল হক, সাভার মডেল থানার এএসআই মোঃ আকিদুল ইসলাম, পুলিশ সদস্য মোঃ মোফাজ্জল হোসেন, মোঃ রমজান আলী ও মোঃ ইউসুফ মিলে সারারাত নির্যাতন করে। নির্যাতনের একপর্যায়ে শামীম গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লে অভিযুক্ত পুলিশ সদস্যরা একটি প্রাইভেটকারে করে তাঁকে ঢাকার স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা শামীমকে মৃত ঘোষণা করেন।[১]

১২. গত ১৪ মে নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁওয়ের বাসিন্দা শামীম রেজা (২৮) কে সোনারগাঁওয়ের পিরোজপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলামের স্ত্রীসহ ৪ জনকে খুনের মামলায় সন্দেহজনক আসামী

[১] *অধিকার* এর তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন

হিসেবে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। অভিযোগে প্রকাশ, সোনারগাঁও থানার পরিদর্শক (তদন্ত) অরূপ তরফদার এর নেতৃত্বে শামীম রেজাকে ৬ দিন হাজতখানা ও পুলিশ কোয়ার্টারে আটকে রেখে তাঁর ওপর ব্যাপক নির্যাতন চালানো হয়। গত ২২ মে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শামীম মারা যান।[২]

১৩. গত ১১ এপ্রিল চট্টগ্রাম মহানগরের পাঁচলাইশ থানার পুলিশ একটি মেস থেকে চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের কনস্ট্রাকশন বিভাগের তৃতীয় সেমিস্টারের ছাত্র মোহাম্মদ মহসিন এবং শ্যামলী আইডিয়াল পলিটেকনিক কলেজের কনস্ট্রাকশন বিভাগের তৃতীয় সেমিস্টারের ছাত্র মোহাম্মদ আলাউদ্দিনকে গ্রেপ্তারের পর পায়ে অস্ত্র ঠেকিয়ে গুলি করে তাঁদের পঙ্গু করে দেয়।[৩]

১৪. অধিকার রিমান্ডে এবং অন্তরীণ অবস্থায় জিজ্ঞাসাবাদের সময় যে কোন ধরনের নির্যাতনকে মানবাধিকারের চরম লংঘন বলে মনে করে। নির্যাতনের ক্ষেত্রে সরকারের 'জিরো টলারেন্স' এর ঘোষণা থাকা সত্ত্বেও সরকার আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নির্যাতন বন্ধে এবং এই ক্ষেত্রে তাদের দায়মুক্তি বন্ধে কোন কার্যকর ব্যবস্থা তো নেয়ই-নি বরং মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলোকে উপেক্ষা করে মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীদের উৎসাহিত করেছে।

১৫. অধিকার ২০০৩ সালে ব্লাস্ট বনাম বাংলাদেশ মামলায় হাইকোর্টের দেয়া সুপারিশ বাস্ড়বায়নের জন্য সরকারের প্রতি দাবি জানাচ্ছে ও নির্যাতন প্রতিরোধে আইন প্রণয়নের জন্য আহ্বান জানাচ্ছে।

র‍্যাবের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা প্রত্যাহারের জন্য ভিকটিমকে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যানের পরামর্শ

১৬. ঝালকাঠি জেলায় র‍্যাবের হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে পা হারানো লিমন তাঁর চিকিৎসার জন্য ঢাকায় এসে গত ২৩ জুন তাঁর মা হেনোয়ারা বেগম ও বাবা তোফাজ্জেল হোসেনকে নিয়ে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড.মিজানুর রহমানের সঙ্গে দেখা করতে গেলে ড.মিজানুর রহমান লিমনকে রাষ্ট্র অথবা সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে অর্থনৈতিক দিক এবং নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে র‍্যাবের ছয় সদস্যের বিরুদ্ধে তাঁর মায়ের দায়ের করা মামলা প্রত্যাহারের জন্য পরামর্শ দেন।[৪] এ ব্যাপারে লিমনের বাবা তোফাজ্জেল হোসেন বলেন, "মনে করেছিলাম লিমনের পা হারানোর বিচার হয়তো একদিন পাব। মিজানুর রহমান স্যারের প্রস্তাবের পর বোঝলাম এদেশে গরিবের জন্য বিচার নাই। সাভারের যুবক হত্যার দায়ে যদি পুলিশের এসআই গ্রেপ্তার হতে পারে, তাহলে র‍্যাব অন্যায় করলে বিচার হবেনা কেন"?[৫]

১৭. অধিকার এ ব্যাপারে তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করছে। অধিকার মনে করে, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান যাঁর মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত ছিল ভিক্টিমদের পক্ষে দাঁড়ানো এবং রাষ্ট্রের নিপীড়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া। তিনি তা না করে নির্যাতনকারীদের পক্ষে মধ্যস্থাতাকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। উল্লেখ্য, ড.মিজানুর রহমান এর কাজে সন্তুষ্ট হয়ে সরকার গত ২৩ জুন থেকে তাঁকে আরো ৩ বছরের জন্য নিয়োগ দিয়েছে।[৬]

---

[২] *অধিকার* এর তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন
[৩] *অধিকার* এর তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন
[৪] দি ডেইলি স্টার, ২৪ জুন ২০১৩
[৫] প্রথম আলো, ২৪ জুন ২০১৩
[৬] যায়যায়দিন, ২৪ জুন ২০১৩

জেল হেফাজতে মৃত্যু

১৮. জানুয়ারি-জুন এই ছয় মাসে ৩১ জন জেল হেফাজতে মৃত্যুবরণ করেছেন বলে জানা গেছে। এঁদের মধ্যে ৩০ জন অসুস্থতাজনিত কারণে মারা গেছেন ও এক জন আত্মহত্যা করেছেন।

গণপিটুনীতে মৃত্যু

১৯. জানুয়ারি-জুন এই ছয় মাসে ৬১ ব্যক্তি গণপিটুনীতে মারা গেছেন বলে জানা যায়।

২০. গত ১১ এপ্রিল জামায়াতে ইসলামীর ডাকা হরতালের প্রতিবাদে চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি উপজেলায় সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান ও আওয়ামীলীগ নেতা এটিএম পেয়ারুল ইসলামের নেতৃত্বে আওয়ামীলীগ ও ছাত্রলীগের প্রায় ১ হাজার নেতা কর্মী উপজেলার জাফতনগর ইউনিয়নের পুলিশ ফাঁড়ী থেকে হরতাল বিরোধী মিছিল বের করেন। এই সময় আওয়ামীলীগ ও সরকার সমর্থক ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা হেফাজতে ইসলাম ও জামায়াত-শিবিরের বিরুদ্ধে শ্লোগান দিয়ে উপজেলার বিভিন্ন এলাকা প্রদক্ষিণ করে এবং স্থানীয় কিছু লোকের সঙ্গে তাদের ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া হয়। তখন মিছিলের সঙ্গে থাকা ভুজপুর থানার ওসি ও অন্যান্য পুলিশ সদস্যরা স্থানীয় লোকজনকে লাঠিপেটা করে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। এরপর মিছিলটি কাজিরহাট বাজারের ওপর দিয়ে ভুজপুর থানায় যায় এবং পুনরায় কাজিরহাট বাজারে ফিরে আসার পর বাজারের দক্ষিণ দিক থেকে স্থানীয় কিছু লোক মিছিলের ওপর ইট পাটকেল ছোঁড়ে। তখন আওয়ামীলীগ ও ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরাও স্থানীয় লোকদের লক্ষ্য করে পাল্টা ইট পাটকেল ছোঁড়ে। এতে ইটের আঘাতে কাজিরহাট কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের জানালার কাঁচ ভেঙ্গে যায়। এরপর কাজিরহাট কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের মাইক থেকে জানানো হয় যে, আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের কর্মীরা মসজিদে ইট পাটকেল নিক্ষেপ করছে। এই ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে আশেপাশের কয়েকটি মসজিদ থেকে একই ধরনের ঘোষণা আসে। এর ফলে হাজার হাজার গ্রামবাসী রাস্তার ওপর বৈদ্যুতিক খুঁটি ও বড় বড় গাছের টুকরা ফেলে ব্যারিকেড সৃষ্টি করে এবং দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মিছিলের ওপর হামলা চালায়। এতে বক্তপুর ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি ফারুক ইকবাল বিপুল (৩৫), একই ইউনিয়নের ছাত্রলীগ কর্মী জামাল উদ্দিন রুবেল (২৩) ও জাফত নগর এর যুবলীগ নেতা ফোরকান নিহত হন এবং প্রায় ৩০০ আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ কর্মী আহত হন। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ এবং বিজিবির গুলিতে প্রায় ৫০ জন গ্রামবাসীও গুলিবিদ্ধ হন।[৭]

২১. গত ২১ জানুয়ারি গাজীপুর জেলার কোনাবাড়ী শিল্প এলাকায় এক মানসিক প্রতিবন্ধী যুবককে গলাকাটা দলের সদস্য সন্দেহে গণপিটুনি দিয়ে এবং গলাকেটে হত্যা করা হয়। একই দিনে আরেক মানসিক প্রতিবন্ধী নারীকে একই সন্দেহে গণপিটুনি দিয়ে জখম করার পর আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়। এর আগে গত ১৯ জানুয়ারী গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলার সিনাবহ বাঘাম্বর এলাকায় মর্জিনা নামে বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী এক নারীকে ছেলে ধরা সন্দেহে গণপিটুনি দিয়ে হত্যা করা হয়।[৮]

২২. প্রায়ই দেশের বিভিন্ন জায়গায় গণপিটুনি দিয়ে মানুষ হত্যা করা হচ্ছে। মানুষের মধ্যে আইনের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অস্থিরতার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিচার ব্যবস্থার প্রতি অনাস্থা থেকেই মানুষের নিজের হাতে আইন তুলে নেবার প্রবণতা দেখা দিচ্ছে বলে অধিকার মনে করে।

[৭] *অধিকার* এর তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন

[৮] কালের কণ্ঠ ২২ জানুয়ারি ২০১৩

আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর গুম করার অভিযোগ

২৩. গত ২৯ এপ্রিল জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলে অনুষ্ঠিত ইউনিভার্সল পিরিওডিক রিভিউ (ইউপিআর) সেশনে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডাঃ দীপু মনি গুমের অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন যে, দেশের প্রচলিত আইনে 'গুম' এর সংজ্ঞা নেই। দণ্ডবিধিতে শুধুমাত্র অপহরনের কথাই উল্লেখিত আছে। তিনি গুমের বিষয়ে অভিযোগ করেন যে, অনেক সময় অপরাধীরা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নাম ব্যবহার করে অপরাধ করে। কিন্তু প্রকৃত বাস্তবতা হলো বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই গুমের ঘটনাগুলো ঘটছে। ভিকটিমদের পরিবারগুলো দাবি করে আসছে যে, আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য পরিচয় দিয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর থেকে ভিকটিমদের কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। ২০০৯ সালের জানুয়ারি থেকে ২০১৩ সালের জুন পর্যন্ত ৮৯ ব্যক্তি গুমের শিকার হয়েছেন; এঁদের মধ্যে অনেকেই বিরোধীদলের বা ভিন্ন মতের ব্যক্তি, যাঁরা গুমের শিকার হয়েছেন।

২৪. জানুয়ারি থেকে জুন এই ছয় মাসে ১৪ জনকে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য পরিচয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর থেকে তাঁদের গুম হওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

২৫. ১১ মে ২০১৩ সন্ধ্যা আনুমানিক ৭.০০টায় ঢাকা মহানগরীর রমনা থানার ৩২৩/এ, মগবাজার এলাকার বাসিন্দা মোঃ ফখরুল ইসলামকে (৩০) সেগুন বাগিচা থেকে র‍্যাব-৩ এর সদস্যরা আটক করে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ফখরুলের পরিবারের সদস্যরা র‍্যাব-৩, রমনা থানা, শাহবাগ থানাসহ সম্ভব্য স্থানে খোঁজ করেও ফখরুলের আটকের ব্যাপারে কোন তথ্য পাননি। পরিবারের অভিযোগ, র‍্যাব সদস্যরা ফখরুলকে গুম করেছে।[৯]

২৬. গত ৪ মে ২০১৩ দুপুর আনুমানিক ২টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে রাজশাহী মহানগরীর মতিহার থানার কাজলা গ্রামের বাসিন্দা আব্দুল্লাহ উমর নাসিফ শাহাদাতকে (২৬) র‍্যাব-৩ এর সদস্যরা ঢাকা মহানগরীর মিরপুর-২ এর মধ্যমনিপুর এলাকার ৭০৭ নম্বর বাসা থেকে ধরে নিয়ে গুম করে বলে অভিযোগ রয়েছে। এই ঘটনার ৮ দিন পর ১২ মে ২০১৩ রাত আনুমানিক ৩.৩০টায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন বিনোদপুর বেতার কেন্দ্রের মাঠে র‍্যাব-৫ এর সদস্যরা শাহাদাত এর এক হাত এবং এক পা ভেঙ্গে তাঁকে গুলি করে হত্যা করে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।[১০]

২৭. গত ৪ এপ্রিল রাতে রাজশাহী র‍্যাব-৫ এর একটি দল রাজশাহী মহানগর ছাত্র-শিবিরের অফিস সম্পাদক আনোয়ারুল ইসলাম মাসুমকে নগরীর রাজপাড়া থানার ১১ নং ওয়ার্ডের নতুন বিল্‌শিমলা বন্ধগেট এলাকায় তাঁর মামা ফজলুর রহমানের বাসা থেকে আটক করে নিয়ে যায়। আটকের ২৪ ঘন্টা পরও মাসুমকে আদালতে সোপর্দ না করায় পরিবারের সদস্যরা উদ্বিগ্ন হয়ে র‍্যাবের রেলওয়ে কলোনি ক্যাম্পে এবং রাজশাহীর বিনোদপুর র‍্যাব-৫ এর দপ্তরে যোগাযোগ করলে র‍্যাবের পক্ষ থেকে মাসুমকে আটকের বিষয়টি অস্বীকার করা হয়।[১১]

২৮. গত ৪ এপ্রিল ২০১৩ রাত আনুমানিক ৯.০০টায় জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল এর ঢাকা মহানগরীর দারুস সালাম থানা শাখার ১০ নং ওয়ার্ড কমিটির সিনিয়র সহ-সভাপতি মফিজুল ইসলাম রাশেদকে (৩৪) সাদা পোশাকধারী ব্যক্তিরা আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য পরিচয় দিয়ে ধরে নিয়ে গিয়ে গুম করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।[১২]

---

[৯] *অধিকার* এর তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন

[১০] *অধিকার* এর তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন

[১১] *অধিকার* এর তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন

[১২] *অধিকার* এর তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন

২৯. গত ২৫ জানুয়ারি খুলনার জাহানাবাদ সেনানিবাস সংলগ্ন শহীদ ক্যাপ্টেন বাশার মার্কেটের পাশে অবস্থিত গ্যারিসন সিনেমা হলের সামনে থেকে কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী উপজেলা জাসদ নেতা মোহাম্মদ আলী মহব্বতকে র‍্যাব পরিচয়ে দিয়ে তুলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে।[১৩]

৩০. অধিকার গুমের বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে ও নিখোঁজ ব্যক্তিদের দ্রুত উদ্ধার এবং এসব ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা হরণ

আমার দেশ পত্রিকার সম্পাদক মাহমুদুর রহমানকে গ্রেপ্তার ও তাঁর ওপর নির্যাতন এবং আমারদেশ পত্রিকা বন্ধ

৩১. গত ১১ এপ্রিল দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমানকে গ্রেপ্তার এবং এরপর রিমান্ডে নিয়ে তাঁর ওপর ব্যাপক নির্যাতন চালানো হয়। এছাড়াও কোন যৌক্তিক কারণ ছাড়াই আমার দেশ পত্রিকা বন্ধ করে দেয়া হয়।

৩২. গত ১১ এপ্রিল সকাল আনুমানিক ৯ টায় ডিবি পুলিশ আমার দেশ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমানকে আমার দেশ পত্রিকা অফিস থেকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারের পর মাহমুদুর রহমানকে ডিবি অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর ডিবি পুলিশ রাষ্ট্রদ্রোহ ও তথ্য প্রযুক্তি আইনে রাজধানীর তেজগাঁও থানায় দায়ের করা তিনটি মামলায় তাঁকে মূখ্য মহানগর হাকিমের আদালতে হাজির করে ২৪ দিনের রিমান্ড চাইলে আদালত ১৩ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।[১৪] এরপর ১১ এপ্রিল রাত সাড়ে আটটায় ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের একটি দল তেজগাঁও শিল্পাঞ্চলে দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার ছাপাখানায় অভিযান চালিয়ে একটি কম্পিউটার ও গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র জব্দ করে এবং রাত পৌনে ১১টায় ছাপাখানা সিলগালা করে দেয়।[১৫]

৩৩. গত ১২ জুন গাজীপুর কারাগার-২ থেকে মাহমুদুর রহমানকে একটি প্রিজন ভ্যানে করে ঢাকার মহানগর হাকিম মো: হারুন উর রশিদ এর আদালতে হাজির করা হয়। উসকানীমূলক সংবাদ প্রকাশ, গাড়ী ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগের অভিযোগে মাহমুদুর রহমানের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া একটি মামলায় রমনা থানার উপপরিদর্শক মীর রেজাউল ইসলাম আদালতে ১০ দিনের রিমান্ড আবেদন করেন। মাহমুদুর রহমান তাঁর পক্ষে শুনানীর জন্য কোন আইনজীবী নিয়োগ করেননি। আদালতে মাহমুদুর রহমান নিজেই শুনানীতে অংশ নিয়ে বলেন, "আমি আপনার এ আদালতে সরকারের উত্থাপিত রিমান্ডের আবেদন বাতিল কিংবা আমার জামিনের আবেদন করছি না। এ আদালতে আমার পক্ষে কোন আইনজীবীও নিয়োগ করিনি। কারণ হচ্ছে যে, আমি শত শত আইনজীবী নিয়োগ করলেও আপনি উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে স্বাধীনভাবে আদেশ দিতে পারবেন না।" শুনানী শেষে ঢাকার মহানগর হাকিম মো: হারুন উর রশিদ তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।[১৬]

৩৪. উল্লেখ্য, গত ২০ এপ্রিল আমার দেশ এর পক্ষ থেকে এক সংবাদ সম্মেলন করে অভিযোগ করা হয় যে, মাহমুদুর রহমানকে রিমান্ডে নিয়ে নির্মম নির্যাতন চালানো হয়েছে। রিমান্ডে তাঁর অবস্থার মারাত্মক অবনতি হলে তাঁকে তড়িঘড়ি করে রিমান্ড শেষ হবার আগেই আদালতে হাজির করে কারাগারে পাঠানো হয় এবং এরপর সেখান থেকে তাঁকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। গত ১৯ এপ্রিল তাঁর পরিবারের সদস্যরা সরকারের অনুমতি নিয়ে বন্দী মাহমুদুর রহমানকে হাসপাতালে দেখতে

[১৩] *অধিকার* এর তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন
[১৪] ইত্তেফাক / প্রথম আলো ১২ এপ্রিল ২০১৩
[১৫] ইত্তেফাক ১৩ এপ্রিল ২০১৩
[১৬] ডেইলী স্টার ১৩ জুন ২০১৩

যান। এ সময় তাঁর পরিবারের সদস্যরা তাঁর দুই হাতের কব্জিতে অনেকগুলো কালো ক্ষত চিহ্ন দেখতে পান। একই ধরনের ক্ষত চিহ্ন তাঁরা দুই হাঁটুতেও দেখেন। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলে তাঁরা জানতে পেরেছেন যে, এই চিহ্নগুলো মূলত ইলেক্ট্রিক শকের।[১৭]

সরকার কর্তৃক বিরোধী দলীয় সমর্থক দুটি টিভি চ্যানেলের সম্প্রচার বন্ধ

৩৫.গত ৬ মে ভোররাতে পুলিশ, র‍্যাব ও বিজিবি'র প্রায় দশ হাজার সদস্য সশস্ত্র অবস্থায় ঢাকার বাণিজ্যিক এলাকা মতিঝিলের শাপলা চত্বরে শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থানরত হেফাজতে ইসলামের হাজার হাজার নেতা কর্মীদের ওই স্থান থেকে উৎখাতের উদ্দেশ্যে বিদুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দিয়ে তাঁদের ওপর আক্রমণ চালায়। এই সময় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা নির্বিচারে শাপলা চত্বরে অবস্থানরত অনেক ঘুমন্ত এবং নিরস্ত্র হেফাজতে ইসলামের নেতা কর্মীদের ওপর গুলি, রাবার বুলেট ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে তাঁদের অনেককে হতাহত করে। সেই রাতে দিগন্ত ও ইসলামিক টিভি নামে দুটি বিরোধীদল সমর্থক টিভি চ্যানেল সরাসরি এই ঘটনা প্রচার করছিল। অভিযান শুরু হবার পর ভোররাত ২.৩০ টার সময় ইসলামিক টিভি এবং ভোররাত ৪.২৭ টার সময় দিগন্ত টিভি চ্যানেল দুটি সরকার বন্ধ করে দেয়, যে দুটি চ্যানেল এখনও পর্যন্ত বন্ধ রয়েছে।

৩৬.জানুয়ারি-জুন এই ছয় মাসে ৯৪ জন সাংবাদিক আহত, ২৪ জন হুমকির সম্মুখীন, সাত জন আক্রমণের শিকার, ৩০ জন লাঞ্ছিত, পাঁচ জন গ্রেপ্তার, একজন নির্যাতনের শিকার ও ১০ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

৩৭.গত ৬ এপ্রিল সংবাদ সংগ্রহ করার সময় ঢাকার বিজয়নগর এলাকায় হেফাজতে ইসলামের সমাবেশ চলাকালে একদল দুর্বৃত্ত একুশে টিভির স্টাফ রিপোর্টার নাদিয়া শারমিনকে নারী হয়ে তিনি কেন পুরুষদের সমাবেশের ছবি তুলছেন এবং কেন হিজাব পড়েননি এই কথা বলে মারধর করে।[১৮]

৩৮.গত ৬ এপ্রিল হেফাজত ইসলামের লংমার্চ কর্মসূচি প্রতিহত করতে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের গণজাগরণ মঞ্চের সংগঠকরা তাঁদের পূর্বঘোষিত অবরোধ কর্মসূচির অংশ হিসেবে ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ করে রাখে। অবরোধের ছবি সংগ্রহ করতে গেলে গণজাগরণ মঞ্চের সমর্থকরা একুশে টেলিভিশন ও বৈশাখী টেলিভিশনের সাভার প্রতিনিধি নাজমুল হুদা এবং আব্দুল হালিমকে লাঞ্ছিত করে এবং একুশে টেলিভিশনের ক্যামেরা ছিনিয়ে নেয়।[১৯]

৩৯.গত ৫ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ককটেল বিস্ফোরণের ছবি তোলার সময় আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের কর্মীরা রয়টার্সের এন্ড্রু বিরাজ, নিউএজ এর সনি রামানি, বাংলা নিউজের স্টাফ ফটো করেসপনডেন্ট হারুন আর রশীদ রুবেল ও দৈনিক প্রথম আলোর হাসান রাজাকে মারধর করে এবং আটকে রাখে। এছাড়াও তাঁদের সঙ্গে থাকা ক্যামেরা ছিনিয়ে নিয়ে তাতে তোলা ছবিগুলো মুছে ফেলে।[২০]

৪০.অধিকার সরকার কর্তৃক মাহমুদুর রহমানকে গ্রেপ্তার, আটকবস্থায় নির্যাতন, আমার দেশ পত্রিকা বন্ধ করে দেয়া এবং দিগন্ত ও ইসলামিক টিভির সম্প্রচার বন্ধ করে দেয়াসহ সংবাদমাধ্যম এবং সাংবাকিদের ওপর হামলার ব্যাপারে তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করছে। অধিকার অবিলম্বে মাহমুদুর রহমানএর মুক্তি, আমার দেশ পত্রিকার প্রেস খুলে দেয়া এবং দিগন্ত ও ইসলামী টিভি বন্ধের সরকারি অন্যায় আদেশ প্রত্যাহারের দাবি

[১৭] আমার দেশ পরিবারের পক্ষ থেকে সংবাদ সম্মেলনের লিখিত বক্তব্য
[১৮] ইত্তেফাক ৭ এপ্রিল ২০১৩
[১৯] নয়াদিগন্ত ৭ এপ্রিল ২০১৩
[২০] মানবজমিন ৬ জানুয়ারি ২০১৩

জানাচ্ছে। এছাড়া সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণকারী দুর্বত্তদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে বিচারের সম্মুখীন করার জন্যও সরকারের প্রতি দাবি জানাচ্ছে।

ফেসবুকে প্রধানমন্ত্রীকে হত্যার হুমকির অভিযোগে বুয়েট শিক্ষকের কারাদণ্ড

৪১. সামাজিক যোগাযোগের ওয়েবসাইট ফেসবুকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার হুমকি দেয়ার অভিযোগে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের যন্ত্রকৌশল বিভাগের প্রভাষক হাফিজুর রহমানকে গত ২৭ জুন সাত বছরের কারাদণ্ডের আদেশ দেন ঢাকা মহানগর দায়রা জজ মো.জহুরুল হক। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারায় পাঁচ বছর ও দণ্ড বিধির ৫০৬ ধারায় দুই বছর করে মোট সাত বছরের কারাদণ্ডের আদেশ দেন আদালত। উল্লেখ্য, ২০১২ সালে হাফিজুর রহমান ফেসবুকে একটি বার্তা লিখেন। ওই বার্তায় উল্লেখ করেন, "হায়েনা, ওই হায়েনা, তুই দেশকে খেয়েছিস এখন বুয়েটকে খাবি- পারবিনা! আমরা তোর পেট, তারপর মাথা কেটে বুয়েটের গেটের সামনে টানিয়ে রাখব, যাতে করে আর কোন হায়েনার আক্রমণে বুয়েট আক্রান্ত না হয়।"[২১] একই বছরের ১৯ এপ্রিল দৈনিক ভোরের কাগজে ওই সংবাদ প্রকাশিত হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ জননেত্রী পরিষদ নামে সরকার সমর্থক একটি সংগঠনের সভাপতি এ বি সিদ্দিকী শাহবাগ থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করেন। পরে গোয়েন্দা পুলিশ ঘটনার তদন্ত করে ২০১২ সালের ১৭ জুন হাফিজুর রহমানের বিরুদ্ধে প্রতিবেদন দাখিল করেন। এ সময় পাঁচজনকে সাক্ষি হিসেবে আদালতে উপস্থান করা হয়। সে সময় এ বি সিদ্দিকী বলেছিলেন, ওই লেখা পড়ে তাঁর মনে হয়েছে তা প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করেই লেখা হয়েছে। কিন্তু হাফিজুর রহমান বলেছিলেন 'ওই বক্তব্য কোনো ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে লেখা হয়নি। হায়েনা বলতে অনিয়ম আর দুর্নীতিকে বোঝানো হয়েছে।' অভিযুক্ত হাফিজুর রহমান রায় ঘোষণার সময়ে আদালতে উপস্থিত ছিলেন না।[২২]

রাজনৈতিক সহিংসতা

৪২. অধিকার এর তথ্য অনুযায়ী জানুয়ারি-জুন এই ছয় মাসে রাজনৈতিক সহিংসতায় ৩২২ জন নিহত এবং ১০৭৩০ জন আহত হয়েছেন। আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংঘাতের ১৫৫টি এবং বিএনপির ৪৪টি ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে। এছাড়া আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ১৫ জন নিহত ও ১৭৯২ জন আহত হয়েছেন। অন্যদিকে বিএনপি'র অভ্যন্তরীণ সংঘাতে দুই জন নিহত ও ৫০১ জন আহত হয়েছেন।

৪৩. ২০০৯ সালের ৬ জানুয়ারি বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকেই আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের দুর্বৃত্তায়ন শুরু হয় এবং অন্তর্দলীয় অসংখ্য কোন্দলের ঘটনা ঘটে, যার ফলে অনেক প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। এই সব কোন্দলের বেশীর ভাগই ক্ষুদ্র ব্যক্তি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট এবং রাজনৈতিক প্রভাব প্রতিপ্রত্তিকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন অন্যায় স্বার্থ হাসিল করার বিষয় নিয়ে ঘটে।

৪৪. চট্টগ্রামে পূর্বাঞ্চল রেলওয়ের দেড় কোটি টাকার তিনটি প্রকল্পের দরপত্র জমা দেয়ার শেষ দিন ছিল গত ২৪ জুন। দরপত্র জমা দেয়া নিয়ে চট্টগ্রামে অবস্থিত পূর্বাঞ্চল রেলওয়ের প্রধান কার্যালয় সিআরবি চত্বরে সরকার সমর্থক ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সম্পাদক সাইফুল আলম লিমন গ্রুপ এবং চট্টগ্রাম মহানগর যুবলীগ নেতা হেলাল আকবর চৌধুরী বাবর গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের সময় উভয় গ্রুপ আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে। সংঘর্ষে রিকশাচালক সিদ্দিকের ছেলে আরমান (৮) এবং যুবলীগ কর্মী সাজু পালিত (৩২) নিহত হন।[২৩]

---

[২১] নয়াদিগন্ত ২৯ জুন ২০১৩
[২২] যায়যায়দিন ২৮ জুন ২০১৩
[২৩] যুগান্তর ২৬ জুন ২০১৩

৪৫.গত ২৯ মার্চ চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার শ্যামপুরে পুলিশ, র‍্যাব ও বিজিবি'র সমন্বয়ে গঠিত যৌথবাহিনীর গুলিতে মতিউর রহমান, রবিউল ইসলাম এবং ওয়ালিউল্লাহ নামে তিনজন নিহত হন। এ ঘটনায় ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশসহ ৫০ জন আহত হন। একই দিনে সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি উপজেলায় একজন জামায়াত কর্মীকে গ্রেপ্তার করাকে কেন্দ্র করে পুলিশের সঙ্গে বিএনপি ও জামায়াত-শিবির কর্মীদের সংঘর্ষ হয়। এতে ইউনুস হোসেন ও ফরিদুল ইসলাম নামে দুই ব্যক্তি নিহত হন।[২৪]

৪৬.গত ৩১ জানুয়ারি জামায়াতে ইসলামীর ডাকা হরতালে বগুড়ায় জামায়াত-শিবিরের কর্মীদের সঙ্গে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ ও পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষে ছাত্রশিবির নেতা আবু রুহানী (২০) ও কর্মী আবদুল্লা (২২) এবং মিজানুর রহমান (২৮) নিহত হন। ফেনীতে পিকেটারদের ধাওয়া খেয়ে অটোরিক্সা নিয়ে পালানোর সময় মোহাম্মদ ইমন নামে এক যুবক নিহত হন। যশোরে জামায়াত শিবিরের কর্মীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে সাত পুলিশ সদস্য ও জামায়াত-শিবিরের ২০ জন নেতা কর্মী আহত হন। এই ঘটনায় আহত পুলিশ কনষ্টেবল জহুরুল হক (৫৫) মারা যান।[২৫]

৪৭.গত ৪ জানুয়ারি বাংলাদেশ ছাত্রলীগের ৬৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের ফলে সারাদেশে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এই সময় সিলেট সদর উপজেলা টুকেরবাজার ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ড ছাত্রলীগ সভাপতি বিদ্যুৎ দাস, ছাত্রলীগ কর্মী তানিম আহমদ মুন্না ও সুদীপ তালুকদার ছুরিকাঘাতের শিকার হন। চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা ছাত্রলীগের আহ্বায়ক আব্দুল খালেকের ওপর হামলা করে তাঁর প্রতিপক্ষ গ্রুপের ছাত্রলীগ সদস্যরা। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। গত ৮ জানুয়ারি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আব্দুল খালেক মারা যান।[২৬]

৪৮.অতীতের মত বর্তমানে আবারও দেখা যাচ্ছে যে, ক্ষমতায় আসার পর ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মীরা রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় থেকে ব্যাপকভাবে দুর্বৃত্তায়নের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছে। তারা প্রকাশ্যে মারনাস্ত্র নিয়ে হত্যা, আক্রমণ, নারীর ওপর সহিংসতাসহ বিভিন্ন ধরনের অন্যায় কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পুলিশকে দেখা যাচ্ছে তাদের সহায়ক শক্তি হিসেবে ব্যবহৃত হতে। আরো দেখা যাচ্ছে যে, ক্ষমতাসীন শাসকরা রাজনৈতিক সহিংসতার সঙ্গে জড়িত দুর্বত্তদের রক্ষা করতে প্রশাসনকে ব্যবহার করছে এবং 'রাজনৈতিক হয়রানীমূলক' মামলা দেখিয়ে এই সব দুর্বৃত্তদের বিরদ্ধে ভিকটিম কিংবা ভিকটিম পরিবারগুলোর দায়েরকৃত মামলাগুলো প্রত্যাহার করছে।

হেফাজতে ইসলামের নিরস্ত্র নেতা কর্মীদের রাতের অভিযানে গুলি করে হত্যা

৪৯.আল্লাহ ও মহানবী (সাঃ) সম্পর্কে কটুক্তি এবং ইসলাম ধর্মকে বিকৃত করে বিভিন্ন ব্লগে লেখালেখির সঙ্গে জড়িত ব্লগারদের শাস্তির দাবিতে হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ থেকে আন্দোলন শুরু করে। এর পর ৬ এপ্রিল ২০১৩ সমাবেশে বর্তমান সরকারের কাছে তাদের ১৩ দফা দাবি পেশ করে তা বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি দেয়। হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ এর সর্বশেষ কর্মসূচি ছিল গত ৫ মে ২০১৩ রাজধানী ঢাকা ঘেরাও বা অবরোধ।

৫০.কর্মসূচি মোতাবেক ৪ মে ২০১৩ থেকেই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের হেফাজতে ইসলাম এর কর্মীরা ঢাকায় চলে আসতে শুরু করেন। ঘোষণা অনুযায়ী ৫ মে ২০১৩ ভোর থেকে তাঁরা প্রথমে ঢাকায় প্রবেশ করার ৬টি রুটে অবরোধ কর্মসূচি পালন করেন। দুপুরের পর হেফাজতে ইসলাম এর কর্মীরা তাঁদের অবরোধ কর্মসূচি গুটিয়ে রাজধানী ঢাকায় বায়তুল মোকাররমে হেফাজতে ইসলাম এর নেতা আল্লামা আহমদ শফীর নেতৃত্বে 'দোয়া

[২৪] ইত্তেফাক ৩০ মার্চ ২০১৩
[২৫] প্রথম আলো /ডেইলি স্টার ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৩
[২৬] সমকাল ৫ জানুয়ারি ২০১৩

কর্মসূচি' পালন করার জন্য ঢাকায় প্রবেশ করতে শুরু করেন। তাঁদেরকে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) এর পক্ষ থেকে দুপুর আনুমানিক ৩টায় মতিঝিলের শাপলা চত্বরে দুপুর ৩টা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সমাবেশ করার অনুমতি দেয়া হয়। মতিঝিলের শাপলা চত্বরে আসার পথে পথে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের সশস্ত্র সমর্থকদের হাতে হেফাজত কর্মীরা আক্রান্ত হন। বিশেষ করে গুলিস্থান হয়ে আওয়ামী লীগ অফিসের সামনে দিয়ে শাপলা চত্বরে আসার সময় আওয়ামী কর্মী এবং সমর্থকরা হেফাজত কর্মীদের ওপর আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে সশস্ত্র হামলা চালায়। এই সময় পুলিশ সরকারী দল সমর্থক সশস্ত্র ব্যক্তিদের সহায়তা করে। দুপুর আনুমানিক ৩টা থেকে হেফাজতে ইসলাম এর সমাবেশ শুরু হয় এবং হেফাজতের নেতা কর্মীরা তাঁদের নেতা আল্লামা শফী মতিঝিল শাপলা চত্বরে এসে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত সেখানে অবস্থানের সিদ্ধান্ত নিয়ে কর্মসূচি চালিয়ে যেতে থাকেন।

৫১. ৬ মে ভোর রাত আনুমানিক ১২.৩০ টায় মতিঝিলের প্রতিটি রাস্তার বৈদ্যুতিক সংযোগ বন্ধ করে দিয়ে চারদিক অন্ধকার করে দেয়া হয় এবং এই সময় সমাবেশ করার জন্য ব্যবহৃত মাইকের সংযোগও কেটে দেয়া হয়। যৌথবাহিনীর প্রায় ১০ হাজার সদস্য সশস্ত্র অবস্থায় রাত আনুমানিক ২.১৫টায় হেফাজত কর্মীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং শাপলা চত্বর ও এর আশে পাশে থাকা নিরস্ত্র এবং ঘুমন্ত হেফাজত কর্মীদের ওপর নির্বিচারে গরম পানি, কাঁদানে গ্যাস, সাউন্ড গ্রেনেড এবং গুলি ছুঁড়তে থাকে। অধিকার এর তথ্যানুসন্ধানে পাওয়া তথ্য মতে ৫ ও ৬ মে'র ঘটনায় ৬১ জন নিহত এবং আরো অনেকে আহত হন। এ ঘটনায় পুলিশ বাদি হয়ে মতিঝিল থানায় ৬টি, পল্টন থানায় ১২টি এবং রমনা থানায় ১টি মামলা দায়ের করে। এরপর ৭ মে ২০১৩ পল্টন থানায় আরো ৪টি মামলা দায়ের করা হয়। পুলিশ মোট ১৩৩,৫০০ জন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে। অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা দেয়ার কারণে অনেক নিরীহ সাধারণ মানুষের মানবাধিকার লঙ্ঘিত হবার ব্যাপক সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে, যা বর্তমানের সমস্যাসঙ্কুল মানবাধিকার পরিস্থিতিকে আরও ভয়াবহ করে তুলবে।

৫২. উল্লেখ্য, হেফাজতে ইসলাম এর এই সমাবেশে যোগ দিয়েছিল অনেক শিশু-কিশোর। এই শিশু-কিশোরদের বেশীরভাগই ছিল কওমি মাদ্রাসার ছাত্র। এই কওমি মাদ্রাসার শিশু-কিশোররা সাধারণত খেটে খাওয়া গ্রাম বাংলার অসহায় দরিদ্র মানুষের সন্তান। এই শিশু-কিশোরদের মধ্যে অনেকেই এতিম। যারা রাষ্ট্রের কাছ থেকে প্রাপ্য সুযোগ সুবিধা থেকেও বঞ্চিত। ৬ মে রাতের অন্ধকারে যৌথবাহিনীর হামলা থেকে বাদ পড়েনি সেইসব শিশু-কিশোররাও। বিশেষ করে এতিম শিশু-কিশোরদের মধ্যে থেকে যারা নিখোঁজ রয়েছে, কেউ তাদের সন্ধান না করায় এতিম শিশু-কিশোরদের নিখোঁজ কিংবা হতাহতের সংখ্যা অন্ধকারেই থেকে যাচ্ছে।

৫৩. অধিকার সমাজকে সংঘাতপূর্ণ পরিস্থিতি থেকে বের করে আনার লক্ষ্যে সুপ্রিম কোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করার দাবি জানাচ্ছে। অধিকার ৬ মে'র ঘটনায় মোট নিহত ও আহত মানুষের সংখ্যা এবং তাদের অবস্থান সরকারকে নিশ্চিত করার দাবি জানাচ্ছে এবং কোথায় নিহতদের কবর দেয়া হয়েছে তাও সরকারকে জানানোর আহ্বান জানাচ্ছে কারণ নিহতদের স্বজনদের নিহতদের শেষকৃত্য সম্পন্ন করার অধিকার রয়েছে।

বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন

৫৪.গত ১২ জুন বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার পঙ্কজ শরণ ঢাকার জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত মিট দ্য প্রেস অনুষ্ঠানে বলেন, 'সীমান্তে হত্যাকাণ্ড কমেছে। আমার জানা মতে গত ছয় মাসে সীমান্তে একটিও হত্যাকাণ্ড হয়নি।'[২৭]

৫৫.অধিকার ভারতের হাইকমিশনারের এই বক্তব্য প্রত্যাখান করছে। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় ব্যাপকভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা অব্যাহত রয়েছে। বিএসএফ নিরস্ত্র বাংলাদেশী নাগরিকদের হয় গুলি করে অথবা নির্যাতন করে হত্যা করছে এবং সীমান্ত এলাকা থেকে তাদের অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছে। গত ছয় মাসেও এই সহিংসতা চরমভাবে বিরাজ করছে।

৫৬.অধিকার এর তথ্য অনুযায়ী জানুয়ারি থেকে জুন এই ছয় মাসে বিএসএফ ১৫ জন বাংলাদেশীকে হত্যা করে। এদের মধ্যে ১১ জনকে গুলিতে, দুই জনকে নির্যাতন করে, একজনকে স্পিডবোট দিয়ে ধাক্কা দিয়ে আহত করে ও একজনকে ধাওয়া দিয়ে পানিতে ফেলে মারা হয়েছে। এছাড়া ৫৩ জন বাংলাদেশীকে আহত করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এদের মধ্যে ৩৬ জন বিএসএফ'র গুলিতে, ১৫ জন নির্যাতনে ও দুই জন ককটেল বিস্ফোরণে আহত হয়েছেন। এ সময়ে বিএসএফ কর্তৃক অপহৃত হন ৬০ জন বাংলাদেশী।

৫৭.গত ১১ জুন যশোর জেলার বেনাপোল উপজেলার পুটখালী সীমান্তে বাংলাদেশী দুই গরু ব্যবসায়ী হাবিবুর রহমান (৩৫) এবং ফারুক হোসেন (২৬) কে ভারতের আংরাইল ক্যাম্পের বিএসএফ সদস্যরা গুলি করে হত্যা করে।[২৮]

৫৮.গত ১৬ ফেব্রুয়ারি কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ি উপজেলার ঠোস বিদ্যাবাগিশ সীমান্তের ৯৩৯ নং আন্তর্জাতিক পিলারের কাছ দিয়ে গরু আনতে সহায়তা করার সময় ফুলবাড়ি ডিগ্রি কলেজের স্নাতক শ্রেণীর ছাত্র মোকছেদুল মিয়াকে ভারতীয় ১২৪ সীমান্তরক্ষী বাহিনীর কুর্শারহাট বিওপির সদস্যরা গুলি করে আহত করে। আহতাবস্থায় মোকছেদুলকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হলে সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়।[২৯]

৫৯.গত ১ জানুয়ারিতেই ঠাকুরগাঁও জেলার হরিপুর উপজেলার বুজরুক সীমান্তে ৩৬১/৫ মেইন পিলারের কাছে নুর ইসলাম (৩২) ও মুক্তার দাই (২৩) নামে দুই বাংলাদেশী যুবককে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ গুলি করে হত্যা করে।[৩০] এর পরদিন ২ জানুয়ারি চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার গোমস্তাপুর উপজেলার বিভীষণ সীমান্তে মোহাম্মদ মাসুদ (২২) ও শহীদুল ইসলাম (২৩) নামে দুই বাংলাদেশীকে বিএসএফ গুলি করে হত্যা করে।[৩১] ভারতীয় বিএসএফ সীমান্তের কাছে কাউকে দেখলে বা কেউ সীমান্ত অতিক্রমের চেষ্টা করলে তাকে গুলি করে হত্যা করছে, যা পরিষ্কারভাবে আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। অতীতে দেখা গেছে বিএসএফ অবৈধভাবে বাংলাদেশের সীমান্তের ভেতরে প্রবেশ করে বাংলাদেশীদের হত্যা নির্যাতন, অপহরণ করেছে। এ ব্যাপারে বাংলাদেশের পক্ষ থেকেও কোন জোরালো প্রতিবাদ জানানো হচ্ছে না এবং সীমান্তে নিয়োজিত বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) সীমান্তবর্তী এলাকার নাগরিকদের নিরাপত্তা বিধানে ব্যর্থ হচ্ছে।

ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি সহিংসতা

[২৭] মানবজমিন ১৩ জুন ২০১৩

[২৮] *অধিকার* এর সাথে সংশ্লিষ্ট যশোরের মানবাধিকার কর্মী সুন্দর সাহার পাঠানো প্রতিবেদন

[২৯] *অধিকার* এর সাথে সংশ্লিষ্ট কুড়িগ্রামের মানবাধিকার কর্মী আহসান হাবিব নিলুর পাঠানো প্রতিবেদন

[৩০] *অধিকার* এর তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন

[৩১] প্রথম আলো ৩ জানুয়ারি ২০১৩

৬০. ২০১২ সালে ২৯ সেপ্টেম্বর কক্সবাজার জেলার রামু উপজেলায় প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তায় এবং সরকারী দলের স্থানীয় পর্যায়ের নেতাদের প্রত্যক্ষ মদতে দুর্বৃত্তরা বৌদ্ধ ধর্মাবিলম্বীদের শত বছরের পুরোনো ১২টি বৌদ্ধবিহার ও মন্দিরে অগ্নিসংযোগ করে এবং বৌদ্ধ পল্লীর ৪০টির মতো বসতবাড়ী আগুনে পুড়িয়ে দেয়। এ ঘটনায় ১৯টি মামলায় ১৫ হাজার ১৮২ জনকে আসামী করা হয়। স্থানীয় বৌদ্ধ ধর্মীয় নেতাদের অভিযোগ, যারা মন্দিরে হামলার নেতৃত্ব দিয়েছে, মিছিল মিটিং করেছে, তারা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর নিরীহ লোকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।[৩২] প্রকৃত সত্যিটি হচ্ছে এই হামলার ঘটনার সঙ্গে জড়িত ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে যুক্ত দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে সরকার কোন ব্যবস্থাই নেয়নি। পরবর্তীতে ২০১৩ সালে সংকটজনক রাজনৈতিক অবস্থার সুযোগে বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী মহল ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের সম্পদের ওপর হামলা করছে এবং তাঁদের মন্দিরগুলোতে পরিকল্পিতভাবে আগুন দিচ্ছে অথবা ভেঙে ফেলছে। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে সংঘটিত অপরাধের মামলায় তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলে এর পরবর্তী সহিংস রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে দেশের হিন্দু ধর্মাবলম্বী নাগরিকদের মন্দিরে ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ এবং তাঁদের বসতবাড়ীতে হামলা চালানো হয়। উল্লেখ্য, এই সময়ে সংঘটিত অধিকাংশ ঘটনার বিষয়েই ভিকটিমরা আক্রমণকারীদের পরিচয় প্রকাশ করতে ভয় পেয়েছে, যেহেতু তাঁরা ক্ষমতাশালী দুর্বৃত্ত।

৬১. গত ২৮ মে কুমিল্লা জেলার ঠাকুরপাড়া এলাকায় জমি সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে দুর্বৃত্তরা কান্দিরপাড় এলাকায় ঠাকুরপাড়া বৌদ্ধ মন্দির সংলগ্ন সুব্রত প্রসাদ বড়ুয়ার বাড়িতে হামলার পর তাতে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর দাবি, কুমিল্লা জেলা পরিষদের প্রশাসক ও সরকার সমর্থক কৃষকলীগের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ওমর ফারুকের সমর্থকরা এ হামলা চালিয়েছে।[৩৩]

৬২. গত ১২ মে রাতে লক্ষ্মীপুর জেলার রামগঞ্জ উপজেলার কাঞ্চনপুর এলাকায় শ্রী শ্রী সার্বজনীন সনাতন হরিসভা মন্দিরে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। উপজেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীষ্টান ঐক্য পরিষদ সভাপতি অপূর্বকুমার সাহা অধিকারকে জানান, মন্দিরের ৫টি মূর্তি, সিংহাসন ও বিগ্রহসহ মন্দিরের সীমানা প্রাচীর আগুনে পুড়ে গেছে। এতে প্রায় সাড়ে ৩ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে।[৩৪]

৬৩. গত ৫ এপ্রিল রাতে দুর্বৃত্তরা টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর উপজেলায় একটি প্রাচীন হিন্দু মন্দিরে হামলা চালিয়ে ১১টি মূর্তিসহ শিবলিঙ্গ ভেঙে ফেলে এবং মন্দিরে লুটপাট চালায়।[৩৫]

৬৪. গত ১ এপ্রিল ২০১৩ রাত আনুমানিক ১২.০০ টায় টাঙ্গাইল জেলার ভুয়াপুর উপজেলার ফলদা গ্রামে হিন্দু ধর্মাবলম্বী নাগরিকদের উপাসনালয় ফলদা কেন্দ্রীয় সার্বজনীন শ্রী শ্রী কালী মন্দিরে অজ্ঞাত দুর্বৃত্তরা আগুন ধরিয়ে দেয়। এতে ছোটবড় মিলিয়ে ২০টি দেবদেবীর মূর্তি পুড়ে যায়। দুর্বৃত্তরা দেবদেবীর সঙ্গে থাকা স্বর্ণালঙ্কার লুট করে নিয়ে যায়। এ ব্যাপারে ফলদা কেন্দ্রীয় সার্বজনীন শ্রী শ্রী কালী মন্দির কমিটির সভাপতি শ্রী সরন দত্ত বাদী হয়ে ভুয়াপুর থানায় ভুয়াপুর শাখা যুবলীগের আহবায়ক তাহেরুল ইসলাম তোতা, ফলদা ইউনিয়ন বিএনপি'র সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হান্নান, বিএনপি কর্মী নাজমুল সরকার, এরশাদ আলী সহ আরো আটজনকে আসামী করে দণ্ডবিধির ১৪৩/৪৪৮/২৯৫/৪৩৬/৩৮০/ ৪২৭/৫০৬/১১৪/৩৪ ধারায় একটি মামলা দায়ের করেন। নম্বর-২; তারিখ: ৫/৪/২০১৩।[৩৬]

---

[৩২] প্রথম আলো, ১৭ জানুয়ারি ২০১৩

[৩৩] নিউ এজ ও নয়াদিগন্ত, ২৯ মে ২০১৩

[৩৪] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লক্ষীপুরের মানবাধিকার কর্মী মাসুদুর রহমান ভুট্টোর পাঠানো প্রতিবেদন

[৩৫] ইত্তেফাক, ৬ এপ্রিল ২০১৩

[৩৬] *অধিকার* এর তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন

৬৫. গত ৩ মার্চ ২০১৩ রাত ১০:৩০টায় মুন্সীগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলার হলদিয়া ইউনিয়ন পরিষদের গোয়ালিমান্দ্রা মনিপাড়া গ্রামের কালী মন্দিরে দুর্বৃত্তরা ৪টি মূর্তি ভাংচুর করে এবং আগুন ধরিয়ে দেয়। মন্দিরে আগুন লাগার খবর পেয়ে স্থানীয় লোকজন সেখানে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।[৩৭]

৬৬. গত ১ মার্চ ২০১৩ রাত ১.০০টার দিকে বরিশাল জেলার গৌরনদী উপজেলার বোরাদী গরঙ্গল দূর্গা মন্দিরে দুর্বৃত্তরা অগ্নিসংযোগ করায় এতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। জামায়াত এবং বিএনপি'র কর্মীরা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত বলে গৌরনদী থানার পুলিশ অধিকারকে জানিয়েছে। পুলিশ এই ঘটনায় ৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে।[৩৮]

৬৭. গত ১ মার্চ ২০১৩ রাত ১:০০টায় বাগেরহাট জেলার মোড়েলগঞ্জ থানার রামচন্দ্রপুর ইউনিয়নের ডুমুরিয়া গ্রামে ডুমুরিয়া সার্বজনীন দূর্গা মন্দিরে দুর্বৃত্তরা আগুন লাগিয়ে দেয়। মন্দির কমিটির সভাপতি অরুন কুমার নিরাপত্তার আশঙ্কায় দুর্বৃত্তদের নাম বলতে রাজি হননি।[৩৯]

৬৮. অধিকার অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে লক্ষ্য করছে যে, সহিংস রাজনৈতিক অবস্থার সুযোগে বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী মহল হিন্দু ধর্মাবলম্বী নাগরিকদের সম্পদের ওপর হামলা করছে এবং বিভিন্ন জেলায় তাঁদের উপাসনালয়গুলোতে পরিকল্পিতভাবে আগুন দিয়েছে অথবা ভেঙে ফেলেছে। অধিকার দাবি জানাচ্ছে যে, অবিলম্বে সরকারকে ধর্মীয় সংখ্যালঘু নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। অধিকার হিন্দু ধর্মাবলম্বী নাগরিকদের জানমাল ও উপাসনালয় রক্ষায় সরকারের ব্যর্থতার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে।

সভা-সমাবেশে হামলা ও নিষেধাজ্ঞা

৬৯. জানুয়ারি-জুন এই ছয় মাসে সভা-সমাবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপসহ সভা-সমাবেশে হামলার ঘটনা ঘটেছে। গত ১৯ মে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহিউদ্দিন খান আলমগীর চট্টগ্রামে এক সভায় একমাসের জন্য সমস্ত রকম রাজনৈতিক সভা-সমাবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের ঘোষণা করেন। একই দিন সন্ধ্যায় বিবিসিকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'অনির্দিষ্টকালের জন্য এই নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে'।[৪০] সভা-সমাবেশ ও মানববন্ধনের মতো কর্মসূচির ওপর কৌশলে সরকার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, নির্ধারিত স্থানগুলোতে সভা-সমাবেশ ও কর্মসূচি পালন করতে পূর্ব অনুমতি লাগবে। কিন্তু অনুমতি চাওয়া হলেও পুলিশ অনুমতি দেয় না। এমনকি কয়েকটি জায়গায় সভা-সমাবেশের অনুমতি দেয়া হবে না বলেও পুলিশের পক্ষ থেকে আগেই জানানো হয়েছে।[৪১]

৭০. গত ১১ মার্চ ঢাকার নয়াপল্টনে বিএনপি'র কার্যালয়ের সামনে বিএনপি নেতৃত্বাধীন ১৮ দলীয় জোটের সমাবেশের শেষ দিকে ককটেল বিস্ফোরণের জের ধরে বিএনপি'র নেতাকর্মীরা টায়ারে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং আশে পাশের ভবনে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। এ সময় পুলিশ রাবার বুলেট ও টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে সমাবেশ পণ্ড করে দেয়। বিক্ষোভ সমাবেশ পণ্ড হয়ে যাওয়ার ঘন্টাখানেক পর পুলিশ বিএনপি কার্যালয়ে অভিযান চালায়।[৪২]

৭১. গত ৬ মার্চ বিএনপি তাদের পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী ঢাকার নয়াপল্টনে দলীয় কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করে। সমাবেশ চলাকালে ককটেল বোমা বিস্ফোরিত হলে সমাবেশে আসা বিএনপি নেতা কর্মীরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। এ সময় সমাবেশ লক্ষ্য করে ফকিরাপুল মোড় এবং নাইটিংগেলের মোড় থেকে পুলিশ আর্মার্ড কার থেকে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে সভা মঞ্চের দিকে এগিয়ে আসে

[৩৭] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মুন্সীগঞ্জের মানবাধিকার কর্মী আরাফাতুজ্জামানের পাঠানো প্রতিবেদন
[৩৮] *অধিকার* এর মানবাধিকার কর্মীদের পাঠানো প্রতিবেদন
[৩৯] বাগেরহাটের দৈনিক প্রবাহের জেলা সংবাদদাতা মোহাম্মদ আজাদের পাঠানো প্রতিবেদন
[৪০] মানবজমিন, ২০ মে ২০১৩
[৪১] মানবজমিন, ১৯ মে ২০১৩
[৪২] ইত্তেফাক, ১২ মার্চ ২০১৩

এবং একই সঙ্গে পুলিশ ও র‍্যাব বিএনপি নেতা কর্মীদের লক্ষ্য করে টিয়ার শেল ও সাউন্ড গ্রেনেড ছুঁড়তে থাকে। ফলে বিএনপি'র এই সমাবেশ পণ্ড হয়ে যায়। এই সময় মঞ্চে থাকা বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান, যুগ্ম মহাসচিব আমানউল্লাহ আমান ও মহানগর বিএনপি'র সদস্য সচিব আবদুস সালামসহ ৩১ জন গুলিবিদ্ধ হন।[৪৩]

৭২. গত ১০ জানুয়ারি আন্দোলনরত নন-এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অনুষ্ঠিত শান্তিপূর্ণ অনশন কর্মসূচি পুলিশ পণ্ড করে দেয়। শিক্ষকদের প্রেসক্লাবের সামনে পূর্বঘোষিত কর্মসূচি পালনে পুলিশ বাধা দিলে শিক্ষকরা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে জড়ো হয়ে অনশন করার প্রস্তুতি নেন। এই সময় পুলিশ তাঁদের ওপর পেপার স্প্রে ও টিয়ার শেল নিক্ষেপ করে তাঁদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। এই ঘটনায় শিক্ষক ঐক্যজোটের সভাপতি অধ্যাপক মোহাম্মদ এরশাদ আলীসহ শতাধিক শিক্ষক আহত হন।[৪৪]

৭৩. অধিকার মনে করে, রাষ্ট্রের যে কোন নাগরিকের সভা সমাবেশ করার অধিকার রয়েছে যা সংবিধানের ৩৭ অনুচ্ছেদে স্পষ্টভাবে উল্লেখিত আছে। এছাড়া শান্তিপূর্ণ কর্মসূচীতে পুলিশের বাধা দেয়ার ঘটনা নাগরিকদের সাংবিধানিক অধিকার ও মানবাধিকারের চরম লংঘন।

হরতাল সহিংসতা

৭৪. অধিকার এর তথ্য অনুযায়ী জানুয়ারি-জুন এই ছয় মাসে দেশব্যাপী হরতাল হয়েছে ৩৩টি এবং আঞ্চলিক হরতাল হয়েছে ১২৬টি।

৭৫. হরতাল চলাকালে ঢাকাসহ সারা দেশের বিভিন্ন জায়গায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে হরতাল সমর্থকদের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এ সময় পুলিশের গুলিতে বেশ কয়েক ব্যক্তি নিহত হন। হরতালের আগের দিন ও হরতাল চলাকালে হরতাল সমর্থকরা যানবাহন ভাঙচুর করে এবং বাস সহ বিভিন্ন যানবাহনে আগুন ধরিয়ে দেয়। এতে বেশ কয়েকজন সাধারণ মানুষ অগ্নিদগ্ধ হন। অবশ্য বিরোধী দল থেকে দাবি করা হয় যে সরকার সমর্থকরাই এই সব ভাংচুর ও অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়েছে।

৭৬. গত ১১ এপ্রিল ইসলামী ছাত্রশিবিরের ডাকা হরতালে খুলনা জেলার ডুমুড়িয়া উপজেলার চেচুড়ি গ্রামে হরতালের সমর্থনে মিছিল ও পিকেটিংয়ের সময় পুলিশের গুলিতে মনসুর আলী গাজী (৪০) নামে একজন নছিমন চালক নিহত হন।[৪৫]

৭৭. গত ৯ এপ্রিল বিএনপি'র নেতৃত্বাধীন ১৮ দলীয় জোটের ডাকা ৩৬ ঘন্টার হরতালের সময় বগুড়ায় ঢাকা-রংপুর মহাসড়কে হরতাল সমর্থকদের হামলায় শহিদুল ইসলাম খোকন (৪২) নামে একজন ট্রাকচালক নিহত হন।[৪৬]

৭৮. গত ১৭ মার্চ হরতালের আগের দিন রাতে ফেনী জেলার দাগনভূঁইয়া উপজেলায় হরতাল সমর্থকদের আক্রমণে গুরুতরভাবে আহত ট্রাক ড্রাইভার নুর মোহাম্মদ ১৮ মার্চ মারা যান।[৪৭]

৭৯. গত ৫ ফেব্রুয়ারি হরতাল সফল করার জন্য জামায়াত-শিবির ৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় সহিংস তৎপরতা চালায়। এই সময় উত্তরার আজমপুরে জামায়াত-শিবির কর্মীরা একটি বাসে আগুন ধরিয়ে দিলে আগুনে পুড়ে রাসেল মাহমুদ নামের এক ব্যাংক কর্মকর্তা নিহত হন।[৪৮]

---

[৪৩] ইত্তেফাক, ৭ মার্চ ২০১৩
[৪৪] যুগান্তর, ১১ জানুয়ারি ২০১৩
[৪৫] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট খুলনার মানবাধিকার কর্মী নুরুজ্জামানের পাঠানো প্রতিবেদন
[৪৬] ইত্তেফাক, ১০ এপ্রিল ২০১৩
[৪৭] নিউ এজ, ২০ মার্চ ২০১৩
[৪৮] সংবাদ, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

৮০.হরতালের আগে ও হরতাল চলাকালে হরতাল সমর্থকদের হাতে যানবাহন ভাংচুর ও বাসে আগুন লাগানোর ঘটনায় এবং হরতাল বিরোধীদের বিভিন্ন জায়গায় বোমা হামলা, পুলিশ কর্তৃক নিরীহ মানুষদের গ্রেপ্তার ও হরতালের সময় পেপার স্প্রে করায় অধিকার গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে।

৮১.অধিকার মনে করে রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ও রাজনৈতিক সহিংসতা যেখানে গিয়ে পৌঁছিয়েছে, তাকে অবিলম্বে নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে বাংলাদেশে অস্থিতিশীলতা বাড়বে এবং প্রশাসন ভেঙে পড়বে। ইতিমধ্যে বহু জেলায় প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে পড়েছে এবং সমাজ যেভাবে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে, সেই বিভক্তি কাটিয়ে উঠতে হলে গণমাধ্যম ও নাগরিক সমাজকে অবিলম্বে পক্ষপাতহীন হয়ে নাগরিক ও মানবিক অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

শ্রমিকদের অধিকার

তৈরি পোশাক শিল্প

৮২.গত ২৬ জানুয়ারি ২০১৩ স্মার্ট গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে ৮ জন শ্রমিক অগ্নিদগ্ধ হয়ে নিহত হন। এরপর গত ২৪ এপ্রিল ২০১৩ ঢাকা জেলার সাভার বাসস্ট্যান্ডের পূর্ব পাশে রানা প্লাজা ধ্বসে পড়ে। এতে ১১৩১ জন শ্রমিক নিহত ও প্রায় তিন হাজার শ্রমিক আহত হন। রানা প্লাজায় তিন তলা থেকে আট তলা পর্যন্ত পাঁচটি পোশাক কারখানা ছিল। ভবন ধসের সময় কারখানাগুলোতে প্রায় পাঁচ হাজার শ্রমিক কাজ করছিলেন।

৮৩.নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের উর্দ্ধগতি, বাড়ী ভাড়া বৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি ও পোশাক শিল্প শ্রমিকের নূন্যতম মজুরী ৩০০০ টাকায় থেমে থাকা ও সেই সঙ্গে বেতন সঠিক সময়ে প্রদান না করা ও সুযোগ সুবিধার অভাব শ্রমিক অসন্তোষের সৃষ্টি করছে।

৮৪.তৈরী পোশাক শিল্প বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের একটি প্রধান ক্ষেত্র। এ শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের অবদান অপরিসীম। এই শিল্প শ্রমিকদের সমন্বিত সুরক্ষা কার্যক্রমের আওতায় আনতে হবে এবং শিল্প কারখানাগুলো পরিকল্পিতভাবে সঠিক অবকাঠামো ও পর্যাপ্ত সুবিধাসহ গড়ে তুলতে হবে।

ফৌজদারী কার্যবিধির ১৪৪ ধারা জারি

৮৫.জানুয়ারি-জুন এই ছয় মাসে প্রশাসন কর্তৃক ফৌজদারী কার্যবিধির ১৪৪ ধারা জারি করে বিরোধী রাজনৈতিক দলের অনেক সভা সমাবেশ বন্ধ করে দেয়ার ঘটনা ঘটেছে। এই সময় দেশের বিভিন্ন এলাকায় প্রশাসন কর্তৃক ফৌজদারী কার্যবিধির ১৪৪ ধারা জারি করে ২৭টি ক্ষেত্রে সভা সমাবেশ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে বলে জানা যায়।

৮৬.গত ৮ ফেব্রুয়ারি মাদারীপুর জেলার কালকিনি উপজেলার আলীনগর ইউনিয়ন ছাত্রদল সম্মেলন উপলক্ষে কালীগঞ্জ মাঠে সমাবেশের আয়োজন করে। এদিকে কাদের মোল্লার ফাঁসির দাবিতে একই জায়গায় ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগ সমাবেশ ও বিক্ষোভ কর্মসূচি আহ্বান করে। সংঘর্ষের আশংকায় কালকিনি উপজেলা প্রশাসন এই জায়গায় ফৌজদারী ১৪৪ ধারা জারি করে সব ধরনের সমাবেশ নিষিদ্ধ করে দেয়।[৪৯]

৮৭.গত ২৪ জানুয়ারি ঝিনাইদহ জেলার চন্ডিপুর বিষ্ণুপদ হাইস্কুল মাঠে বিএনপি তাদের নেতা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের মুক্তি ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে এক সমাবেশ আহ্বান করে। একই জায়গায় এবং

[৪৯] মানবজমিন, ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

একই সময়ে গান্না ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ যুদ্ধপরাধীদের ফাঁসির দাবিতে পাল্টা সমাবেশ আহ্বান করে মাইকিং করলে প্রশাসন ঐ জায়গায় ফৌজদারী কার্যবিধির ১৪৪ ধারা জারি করে সমাবেশ বন্ধ করে দেয়। [৫০]

৮৮. অধিকার মনে করে এ ধরনের নিষেধাজ্ঞা গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ। শান্তিপূর্ণ সভা-সমাবেশ প্রত্যেকের গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক অধিকার, যা সংবিধানের ৩৭ অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে। এটি বন্ধ করার অর্থই হচ্ছে গণতন্ত্রের পথ রুদ্ধ করা।

সন্ত্রাস দমন আইন ২০০৯ এর সংশোধনী বিল ২০১৩ জাতীয় সংসদে পাশ

৮৯. ২০০৯ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি জনগণের মতামত গ্রহণ বা পরীক্ষা নিরীক্ষা ছাড়াই সরকার সন্ত্রাস দমন বিলকে আইনে পরিণত করার জন্য মন্ত্রী পরিষদের বৈঠকে চূড়ান্ত অনুমোদন দেয় এবং তা ২৪ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদে পাশ হয়। সেনা সমর্থিত 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার' ২০০৮ সালের ১১ জুন সন্ত্রাস বিরোধী অধ্যাদেশ ২০০৮ জারি করে।

৯০. ২০১২ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের বিধান রেখে সন্ত্রাস দমন আইন ২০০৯ এর সংশোধনী বিল ২০১২ পাশ হয়।

৯১. গত ১১ জুন জাতীয় সংসদে 'সন্ত্রাস বিরোধী (সংশোধন) বিল ২০১৩' কণ্ঠভোটে পাশ হয়। বিদেশে অপরাধ করে দেশে ফিরে আসলে ওই অপরাধের জন্য দেশীয় আইনেই তার বিচার করা যাবে-এমন বিধান রেখেই 'সন্ত্রাস বিরোধী (সংশোধন) বিল ২০১৩' বিলটি পাশ হয়েছে। সংশোধনীর ফলে ফেসবুক, স্কাইপ, টুইটারে ব্যবহৃত আলোচনা, কথাবার্তা, স্থির বা ভিডিও চিত্র আদালতে সাক্ষ্যপ্রমাণ হিসেবে উপস্থাপনের সুযোগ তৈরি হয়েছে। বিলটির ওপর জনমত যাচাই-বাছাই ও অধিকতর সংশোধনে বিরোধী দলের সংসদ সদস্যদের আনা প্রস্তাবগুলো কণ্ঠভোটে নাকচ হয়ে যায়। বিলে বিদ্যমান আইনে ধারা ৫ এর উপ-ধারা(২) নতুন উপ-ধারা(৩) সংযোজনের প্রস্তাব করা হয়েছে। নতুন দফায় বলা হয়েছে, যদি কোন ব্যক্তি কোন বিদেশী রাষ্ট্রে অপরাধ সংঘটিত করে বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে, যা বাংলাদেশে সংঘটিত হলে এ আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য হতো, তাহলে উক্ত অপরাধ বাংলাদেশে সংঘটিত হয়েছে বলে গণ্য করা হবে এবং যদি তাকে উক্ত অপরাধ বিচারের এখতিয়ার সম্পন্ন কোন বিদেশী রাষ্ট্রে বহির্সমর্পণ করা না যায়, তাহলে উক্ত ব্যক্তি অপরাধের ক্ষেত্রে এ আইনের বিধানাবলি প্রযোজ্য হবে। বিলে সন্ত্রাস কাজে অর্থায়ন বিষয়ে তদন্তে বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে সুনির্দিষ্ট বিধানের প্রস্তাব করা হয়েছে। [৫১]

৯২. অধিকার মনে করে এ অধ্যাদেশে 'সন্ত্রাস' এবং 'সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে' নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। এই সংজ্ঞাটি এতই ব্যাপক এবং অস্পষ্ট যে, এটির অপব্যবহার এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে এবং ইতিমধ্যেই তা ঘটছে। নতুন সংশোধনী সংবিধানে বর্ণিত ব্যক্তিমানুষের গোপনীয়তা রক্ষার অধিকারে সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। সংবিধানের ৪৩ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা, জনসাধারণের নৈতিকতা বা জনস্বাস্থের স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের(খ) চিঠিপত্রের ও যোগাযোগের অন্যান্য উপায়ের গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার থাকবে।'

৯৩. অধিকার এই আইনসহ বিদ্যমান অন্যান্য নিবর্তনমূলক আইন বাতিলের জন্য দাবি জানাচ্ছে।

[৫০] মানবজমিন, ২৫ জানুয়ারি ২০১৩

[৫১] ইত্তেফাক, ১২ জুন ২০১২

নারীর প্রতি সহিংসতা

৯৪. নারীর প্রতি সহিংসতা চরম আকার ধারন করেছে। জানুয়ারি-জুন এই ছয় মাসে উলেখযোগ্য সংখ্যক নারী যৌতুক, ধর্ষণ, এসিড সন্ত্রাস এবং যৌন হয়রানীর শিকার হয়েছেন।

যৌতুক সহিংসতা

৯৫. জানুয়ারি-জুন এই ছয় মাসে ২৫৫ জন নারী যৌতুক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ৮৬ জনকে যৌতুকের কারণে হত্যা করা হয়েছে এবং ১৬৩ জন বিভিন্নভাবে নিপীড়নের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এই সময়কালে ছয় জন যৌতুকের কারণে আত্মহত্যা করেছেন। এছাড়া যৌতুক সহিংসতার প্রতিবাদ করতে গিয়ে যথাক্রমে একজন পুরুষ ও একজন মহিলা নিহত এবং দুইজন পুরুষ আহত হন।

৯৬. গত ৮ জুন ঢাকা জেলার ধামরাইয়ের কংসপট্টি গ্রামে ময়না বেগম নামে এক গৃহবধূকে যৌতুকের জন্য তাঁর স্বামী রেজাবুদ্দিন পিটিয়ে এবং এরপর গলা টিপে হত্যা করে পালিয়ে যায়। [৫২]

৯৭. গত ৯ এপ্রিল রংপুর শহরের শালবন মিস্ত্রিপাড়া এলাকায় গৃহবধূ মিনারা বেগম ময়নাকে (২০) তাঁর স্বামী মিলন মিয়া যৌতুকের ২০ হাজার টাকার মধ্যে ৫ হাজার টাকা না পেয়ে পিটিয়ে হত্যা করে। মিনারা বেগম ময়নাকে হত্যার পর মিলন মিয়া আত্মগোপন করে থাকা অবস্থায় এলাকার যুবকরা আটক করে তাকে পুলিশে সোপর্দ করে।[৫৩]

৯৮. গত ২ মার্চ নাটোর সদর উপজেলার পশ্চিম মাধনগর গ্রামে যৌতুক হিসেবে তার পছন্দের মোটরসাইকেল না পেয়ে নীলুফা (২১) নামে এক গৃহবধূকে পিটিয়ে হত্যা করে তার স্বামী রাকিব হোসেন। বিয়ের শর্ত মোতাবেক নীলুফার বাবা মেয়ের স্বামী রাকিব হোসেনকে একটি ফ্রিডম মোটরসাইকেল কিনে দেন। কিন্তু রাকিব হোসেন পালসার মোটরসাইকেল না পেয়ে স্ত্রী নীলুফাকে পিটিয়ে হত্যা করে।[৫৪]

ধর্ষণ

৯৯. জানুয়ারি-জুন এই ছয় মাসে মোট ৫১৬ জন নারী ও মেয়ে শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে। এঁদের মধ্যে ২২১ জন নারী, ২৮৪ জন মেয়ে শিশু এবং ১১ জনের বয়স জানা যায়নি। ঐ ২২১ জন নারীর মধ্যে ১৬ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে, ৭৮ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন এবং দুই জন নারী আত্মহত্যা করেছেন। ২৮৪ জন মেয়ে শিশুর মধ্যে ১৮ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে এবং ৯২ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছে এবং তিন জন জন শিশু আত্মহত্যা করেছে।

১০০. গত ৮ জুন মুন্সীগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান উপজেলার রাজদিয়া অভয় পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের এক ছাত্রীকে সিরাজদিখান থানার এসআই জাহিদুল ইসলাম ধর্ষণ করে। এসআই জাহিদুল ইসলাম ছিলেন ঐ ছাত্রীর বাবা-মায়ের বাসার ভাড়াটিয়া। ছাত্রীর বাবা ও মা ছাত্রীকে বাড়ীতে একা রেখে ঢাকায় যান। রাতে তাঁরা ফিরতে না পেরে ছাত্রীটির মা মোবাইল ফোনে এসআই জাহিদুল ইসলামের স্ত্রীকে তাঁর মেয়েকে তাঁদের সঙ্গে রাখার অনুরোধ করেন। ঐ ছাত্রী রাতে এসআই জাহিদুল ইসলামের বাসায় ঘুমালে সুযোগ বুঝে এসআই জাহিদুল তাকে ধর্ষণ করে। এ ঘটনায় থানায় মামলা হয়েছে এবং এসআই জাহিদুল ইসলামকে সাময়িক বরখাস্ত ও গ্রেপ্তার করা হয়েছে।[৫৫]

---

[৫২] যুগান্তর, ৯ জুন ২০১৩
[৫৩] যুগান্তর, ১১ এপ্রিল ২০১৩
[৫৪] নয়াদিগন্ত, ৫ মার্চ ২০১৩
[৫৫] *অধিকার* এর তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন

১০১. গত ৩ এপ্রিল গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়ায় একহিন্দু ধর্মাবালম্বী গৃহবধূকে দাম্পত্য কলহ মিটিয়ে দেয়ার আশ্বাস দিয়ে কথিত কবিরাজ মোস্তফা পাইক ও তার সহযোগী লাল মিয়া তালুকদার, ফিরোজ মোল্যা ও হোসেন শেখ গণধর্ষণ করে।[৫৬]

১০২. গত ১৩ জানুয়ারি রাজবাড়ী জেলার সদর উপজেলার মূলঘর ইউনিয়নের গোপালপুর গ্রামে ৫ম শ্রেণীর একস্কুল ছাত্রীকে রইচ শেখ নামে এক দুর্বৃত্ত ধর্ষণ করে এবং এরপর তাকে হত্যা করে। উল্লেখ্য, ২০১২ সালের ১৫ জুন ওই একই শিশুকে ধর্ষণ চেষ্টার অভিযোগে রইচকে পুলিশ গ্রেফতার করেছিলো। কিন্তু গত ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে রইচ আদালত থেকে জামিন নিয়ে বের হয়ে আসে।[৫৭]

এসিড সহিংসতা

১০৩. জানুয়ারি-জুন এই ছয় মাসে ১৮ জন এসিডদগ্ধ হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ১২ জন নারী, চার জন পুরুষ, এক জন বালিকা এবং এক জন বালক।

১০৪. গত ১৬ জুন ডেমরার সুকশি গ্রামের পোশাক শ্রমিক আয়েশা বেগম (৩০) তাঁর মেয়ের ইজ্জত বাঁচাতে গিয়ে তাঁর স্বামী মঞ্জু ও তার ভাইয়ের দ্বারা এসিডদগ্ধ হন। জানা যায় যে, নিজের পিতাই তার মেয়েকে ধর্ষণের চেষ্টা করেছিল। আয়েশা বেগম বর্তমানে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। এই বিষয়ে ডেমরা থানায় একটি মামলা হয়েছে কিন্তু পুলিশ এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি।[৫৮]

১০৫. গত ৩ মে দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলায় জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে তাজুন নেহার (৫০) কে তাঁর সৎ ছেলে বাবুল হোসেন এসিডে ঝলসে দিয়েছে। বিরল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন থাকার পর উন্নত চিকিৎসার জন্য তাজুন নেহারকে ব্র্যাকের সহায়তায় ঢাকার সাভারে এসিড সার্ভাইভার্স ফাউন্ডেশনে স্থানান্তর করা হয়।[৫৯]

১০৬. গত ১৫ জানুয়ারি ঢাকা ইডেন মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের (অনার্স) চতুর্থ বর্ষের ছাত্রী শারমিন আক্তার আঁখিকে বিশ্ববিদ্যালয় যাওয়ার পথে মনির ও মাসুমসহ কয়েকজন দুর্বৃত্ত অস্ত্রের মুখে চানখারপুল কাজী অফিসে নিয়ে যেয়ে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। এতে শারমিন আক্তার আঁখি রাজি না হওয়ায় ক্ষিপ্ত হয়ে দুবৃর্ত্তরা প্রকাশ্যে আখিঁর পিঠে এবং হাতে ছুরি দিয়ে আঘাত করে তাঁকে রক্তাক্ত করে। এ সময় প্রাণ বাচাঁতে আঁখি চিৎকার করলে দুবৃর্ত্তরা তাঁর মুখ ও শরীরে এসিড ঢেলে দেয়।[৬০]

১০৭. এসিড নিক্ষেপের বিরুদ্ধে কঠোর আইন থাকার পরও তা বাস্তবায়ন না হওয়ার কারণে এই ধরণের ঘটনা ঘটেই চলেছে। ৯০ দিনের মধ্যে মামলা শেষ করার বাধ্যবাধকতা থাকলেও তা কার্যকর হচ্ছে না।

যৌন হয়রানী

১০৮. জানুয়ারি-জুন এই ছয় মাসে মোট ২০৪ জন নারী যৌন হয়রানীর শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ১০ জন আত্মহত্যা, চার জন নিহত, ১৩ জন আহত, ১১ জন লাঞ্ছিত, ১০ জন অপহৃত, ৫৮ জনকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে ও ৯৮ জন বিভিন্নভাবে যৌন হয়রানীর শিকার হয়েছেন। যৌন হয়রানীর প্রতিবাদ করতে গিয়ে বখাটে বা তাদের পরিবারের সদস্যদের আক্রমণে যথাক্রমে পাঁচ জন পুরুষ ও একজন নারী নিহত, ৪৯ জন পুরুষ ও তিন জন নারী আহত এবং একজন পুরুষ লাঞ্ছিত হয়েছেন।

---

[৫৬] আমার দেশ, ৫ এপ্রিল ২০১৩
[৫৭] প্রথম আলো, ১৪ জানুয়ারি ২০১৩
[৫৮] মানাবজমিন, ১৮ জুন ২০১৩
[৫৯] যুগান্তর, ৬ মে ২০১৩
[৬০] মানবজমিন, ১৬ জানুয়ারি ২০১৩

১০৯. গত ৫ জুন নারায়ণগঞ্জ জেলার ফতুল্লায় কাচুয়া গার্মেন্টের শ্রমিক খাদিজা আক্তার মুন্নীকে অসুস্থতার জন্য কাজে না আসার কারণে গার্মেন্টের সুপারভাইজার জাহিদ তাঁকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ এবং শ্লীলতাহানী করে। এতে ক্ষোভ এবং অপমানে গত ৬ জুন খাদিজা আত্মহত্যা করেন।[৬১]

১১০. গত ১৪ এপ্রিল পহেলা বৈশাখের দিন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার্সের দুই ছাত্রী রিকশায় করে যাওয়ার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের টারজান পয়েন্টের কাছে নববর্ষের শোভাযাত্রা থেকে তাঁদের গায়ে রং ছিটিয়ে দেয়া হয়। অনুমতি ছাড়া এমন করার প্রতিবাদ করলে কামাল উদ্দিন হল শাখা আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের কয়েকজন কর্মী দুই ছাত্রীকে চড় মারে এবং কাপড় ধরে টান দেয়।[৬২]

১১১. গত ১২ মার্চ জয়পুরহাট সদর উপজেলার দেওনাহার গ্রামের তৃষ্ণা রাণী মণ্ডল নামে একজন ৮ম শ্রেণীর ছাত্রী দুবৃর্ত্তদের অত্যাচারের কারণে বিষপানে আত্মহত্যা করেছে। স্কুলে যাওয়ার পথে তৃষ্ণা রাণী মণ্ডলকে পার্শ্ববর্তী জেলা নওগাঁর ধামুইরহাটের চন্দ্রকোলা গ্রামের সজল চন্দ্র প্রায়ই উত্ত্যক্ত করতো। তৃষ্ণা বিষয়টি তার বাড়িতে জানালে তার বাবা সজলের বিরুদ্ধে প্রধান শিক্ষকের কাছে অভিযোগ করেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে সজল তার বন্ধু এরশাদ ও গোলজারকে সঙ্গে নিয়ে মোটরসাইকেলে করে তৃষ্ণাকে অপহরণের চেষ্টা করে। এ ঘটনা এলাকায় জানাজানি হলে অপমানে তৃষ্ণা আত্মহত্যা করে।[৬৩]

চার সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে অধিকার এর পর্যবেক্ষণ

১১২. গত ১৫ জুন ২০১৩ রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। চারটি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে অধিকারের চারটি ভ্রাম্যমান পর্যবেক্ষক দল নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করে। প্রতিটি পর্যবেক্ষক দলে পাঁচ জন করে স্থানীয় মানবাধিকার কর্মীরা পর্যবেক্ষক হিসেবে ছিলেন। পর্যবেক্ষকদের তথ্যমতে জানা যায়, বড় ধরনের কোন অঘটনা ছাড়া বিচ্ছিন্ন কিছু অনিয়মের মধ্যে দিয়ে সম্পন্ন হয়েছে রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন। নির্বাচনী এলাকার বেশির ভাগ ভোটকেন্দ্রেগুলোতে সব প্রার্থীর এজেন্ট উপস্থিত ছিলেন না। নির্বাচনী এলাকায় আইন শৃঙ্খলা রক্ষার্থে পর্যাপ্ত আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী মোতায়েন থাকলেও কয়েকটি নির্বাচনী এলাকার কিছু কিছু কেন্দ্রে অনিয়ম ঘটেছে।

রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন

১১৩. রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের ১৩৭টি কেন্দ্রের মধ্যে অধিকারের পর্যবেক্ষক দল ২০টি কেন্দ্র পর্যবেক্ষণ করে। ১৩নং ওয়ার্ডের শহীদ নজমুল হক বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে কাউন্সিলর প্রার্থী জিয়াউল হক টুকু ও রবিউল ইসলাম মিলুর সমর্থকদের মধ্যে উত্তেজনার এক পর্যায়ে দুইপক্ষের সমর্থকদের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও মারামারি হয়। কাউন্সিলর প্রার্থী রবিউল ইসলাম মিলুর একজন সমর্থক এই সময় আহত হন। ১নং ওয়ার্ডের কাশিয়াডাঙ্গা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে সকাল ১০.০০ টার দিকে মেয়র প্রার্থী এএইচএম খায়রুজ্জামান লিটন ও মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুলের সমর্থকরা জমায়েত হয়ে ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা চালালে বিজিবি সদস্যরা সেখানে উপস্থিত হয়ে লাঠিপেটা করলে মনিরুজ্জামান ও মুকুল নামে দু'জন আহত হয়। ৮নং ওয়ার্ডের লক্ষীপুর বহুমুখী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রের ৭টি বুথে ইভিএম'র মাধ্যমে ভোট গ্রহণ করা হয়। এছাড়া বিকাল ৪টার পর ভোট গণণার সময় ৭টি ইভিএম মেশিনের মধ্যে একটি অচল হয়ে পড়ে বলে প্রিজাইটিং অফিসার বায়েজিদ বোস্তামী জানান।

---

[৬১] যুগান্তর, ৭ জুন ২০১৩
[৬২] সংবাদ, ১৬ এপ্রিল ২০১৩
[৬৩] ইত্তেফাক, ১৩ মার্চ ২০১৩

খুলনা সিটি কর্পোরেশন

১১৪. খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মোট ২২৮ কেন্দ্রের মধ্যে অধিকার এর পর্যবেক্ষক দল ১২টি কেন্দ্র পর্যবেক্ষণ করেছে। ৫৪ নং ক্রিসেন্ট আলিম মাদ্রাসা কেন্দ্রে বাদশা মিয়া, তরিকুল ইসলাম দবির ও মোঃ খলিলুর রহমানসহ অনেকেই জানান, সকাল ৮টার দিকে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ দলের সমর্থিত কাউন্সিলর প্রার্থী হাফেজ মোঃ শামসুল আলম (চাঁদ প্রতীক)-এর সমর্থকরা এই কেন্দ্রের পাশ্ববর্তী রেল লাইনের ওপর দিয়ে হেটে যাচ্ছিলেন। এই সময় কর্তব্যরত র‍্যাবের একটি টিম তাঁদের ওপর লাঠিচার্জ করে। এতে কয়েকজন আহত হন এবং ৯জনকে আটক করা হয়। লাঠির আঘাতে আহত মোঃ শাহ আলম সরদার (ক্রিসেন্ট জুট মিলের ২নং মিল ফিনিসিং বিভাগের শ্রমিক) ১১টা ৪০ মিনিটে একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। এদিকে শ্রমিক শাহ আলমের মৃত্যুর খবরে তাঁর শ্রমিক সহকর্মীদের মধ্যে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। খুলনা সদর থানার ১৭৪নং প্রভাতী রেলওয়ে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রের বাইরে র‍্যাবের সঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দা ও ভোটারদের মধ্যে বাক-বিতণ্ডা ও ধাওয়া পাল্টাধাওয়ার ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় নজরুল ও মুজিবর নামে দু'জন আহত হন। রূপসা বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় (কেন্দ্র নং: ২৬৯, থানা: খুলনা সদর) কেন্দ্রের বাইরে বিশৃংখলা সৃষ্টির চেষ্টা করলে পুলিশের প্রহারে আজিজ নামের এক ব্যক্তি আহত হন।

বরিশাল সিটি কর্পোরেশন

১১৫. বরিশালে সিটি কর্পোরেশনের ১০০টি ভোট কেন্দ্রের মধ্যে অধিকার ১৯টি কেন্দ্র পর্যবেক্ষণ করে। দুপুরে ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের রূপাতলি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে আওয়ামীগ সমর্থিত শওকত হোসেন হিরণের সমর্থক এবং বিএনপি সমর্থিত আহসান হাবিব কামাল এর সমর্থকদের মধ্যে বাকবিতণ্ডা ও মারামারি হয়। এতে সাবেক এমপি আবুল হোসেন ও আহসান হাবিব কামাল আহত হন। অভিযোগে প্রকাশ, আহসান হাবিব কামালের পক্ষের একব্যক্তি ভুয়া পর্যবেক্ষক কার্ড নিয়ে কেন্দ্রর ভেতরে ঢুকে ভোটারদের আনারস প্রতীকে ভোট দিতে চাপ দিচ্ছিল। সে সময় শওকত হোসেন হিরনের সমর্থকরা প্রতিবাদ করলে উভয় গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ বেঁধে যায়। রূপাতলি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রের অবস্থা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে প্রিজাইডিং অফিসার আশরাফুল কবির দুপুর ১.৪০ টা থেকে ভোট গ্রহণ বন্ধ করে দেন। অভিযোগে প্রকাশ, নগরীর ২নং ওয়ার্ডের কাউনিয়া ভোটকেন্দ্রে আহসান হাবিব কামালের আনারস প্রতীকের পক্ষের একজন এজেন্টকে মারধর করে বের করে দেন শওকত হোসেন হিরণ।

সিলেট সিটি কর্পোরেশন

১১৬. সিলেট ১২৭টি কেন্দ্রের মধ্যে অধিকার এর পর্যবেক্ষক দল ৪৩টি কেন্দ্র পর্যবেক্ষণ করে। খাসদবির সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থী বদর উদ্দিন আহমেদ কামরান এর ভোটারদের একাধিক ব্যালট পেপার দেয়ার ঘটনায় ঐ কেন্দ্রের সহকারি প্রিজাইডিং অফিসার লুৎফুন্নেচ্ছাকে প্রত্যাহার করা হয়। ৪নং ওয়ার্ডের আম্বরখানা বালিকা বিদ্যালয় ও কলেজ কেন্দ্রে ১০ জন ভোটার ভোট দিতে ব্যর্থ হয় বলে জানা গেছে। এর মধ্যে একজন হচ্ছেন রুবেল আহমদ। তাঁর জাতীয় পরিচয় পত্রের নম্বর ৯১৯৬২০৪১৩৩২৯৫। এছাড়া ৫নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পদপ্রার্থী জুবের খানসহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে টাকা বিতরণের অভিযোগ পাওয়া পেছে।

এনজিও বিষয়ক ব্যুরো'র নতুন আইন মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং সংগঠনের অধিকার খর্ব করবে

১১৭. প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনস্ত এনজিও বিষয়ক ব্যুরো The Foreign Donations (Voluntary Activities) Regulation Ordinance 1978 (XL VI of 1978) এর সংশোধন এবং এর সঙ্গে The Foreign Contributions (Regulation) Ordinance, 1982 (XXXI of 1982) একীভূত করে 'বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম) রেগুলেশন আইন' নামের একটি খসড়া আইন প্রস্তুত করেছে। এই প্রস্তাবিত আইন মানবাধিকার সংগঠন ও বেসরকারী সংস্থাগুলোকে আরো বেশী মাত্রায় নিয়ন্ত্রণ এবং বিশেষ করে মানবাধিকার সংগঠনগুলোর সংগঠিত হবার এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে খর্ব করবে।

১১৮. অধিকার মনে করে প্রস্তাবিত এই নিবর্তনমূলক আইন মানবাধিকার সংগঠন ও বেসরকারী সংস্থাগুলোকে আরো বেশী মাত্রায় নিয়ন্ত্রণ এবং বিশেষ করে মানবাধিকার সংগঠনগুলোর সংগঠিত হবার এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে খর্ব করবে, যা বাংলাদেশের সংবিধান এবং জাতিসংঘের মানবাধিকার কর্মীদের অধিকার সংরক্ষণ বিষয়ক ঘোষণার সঙ্গে সাংঘর্ষিক ।

অধিকার এর প্রকল্প ছাড়ে সরকারের অনীহা

১১৯. সরকারের বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক অধিকার প্রতিনিয়ত হয়রানীর সম্মুখীন হচ্ছে। সরকারী সংস্থা এনজিও বিষয়ক ব্যুরো অধিকার এর একটি মানবাধিকার সংক্রান্ত প্রকল্প ছাড় না দিয়ে দুই মাস ২৬ দিন ধরে আটকে রেখেছে। এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর 'পরিপত্র' অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সংস্থা কর্তৃক প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য প্রাপ্তির ৪৫ দিনের মধ্যেই প্রকল্প ছাড় সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত এনজিও বিষয়ক ব্যুরোকে দিতে হয়। অধিকার ৪ এপ্রিল ২০১০ 'জেন্ডার এন্ড ইলেকশেন ভায়োলেন্স' সংক্রান্ত প্রকল্পের অনুমোদন চেয়ে চিঠি ও এ সংক্রান্ত তথ্য এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে জমা দিয়েছে কিন্তু দুই মাস ২৬ দিন পার হয়ে গেলেও এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এখনও পর্যন্ত প্রকল্পটির ছাড় দেয়নি।

পরিসংখ্যান: ১-৩০ জুন ২০১৩*								
মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধরন		জানুয়ারী	ফেব্রুয়ারী	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	মোট
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড	ক্রসফায়ার	৫	৭	৫	৫	৪	৫	৩১
	নির্যাতন মৃত্যু	০	১	০	০	৩	২	৬
	গুলিতে নিহত	২	৭২	৪৭	২	১৮	১	১৪২
	পিটিয়ে হত্যা	২	১	০	০	০	১	৪
	শ্বাসরোধে হত্যা	০	০	০	১	০	০	১
	মোট	৯	৮১	৫২	৮	২৫	৯	১৮৪
নির্যাতন (জীবিত)		৪	৩	৩	২	০	০	১২
গুম		২	১	১	৮	০	২	১৪
বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন	বাংলাদেশী নিহত	৫	১	২	১	৩	৩	১৫
	বাংলাদেশী আহত	১৬	৭	৬	৪	১০	১০	৫৩
	বাংলাদেশী অপহৃত	১২	৩	১৬	১২	১০	৭	৬০
জেল হেফাজতে মৃত্যু		৩	৬	৬	২	১২	২	৩১
সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ	নিহত	০	০	০	০	০	০	০
	আহত	২০	১৮	২১	১৭	১৩	৫	৯৪
	হুমকির সম্মুখীন	২	৩	৭	৯	০	৩	২৪
	আক্রমণ	০	৭	০	০	০	০	৭
	লাঞ্ছিত	১	৫	৪	২০	০	০	৩০
রাজনৈতিক সহিংসতা	নিহত	১৮	৮৬	৭৬	২৬	১০৭	৯	৩২২
	আহত	১৬৪৩	২৭৭২	৩০৫৫	১৪৫০	৯৪৮	৮৬২	১০৭৩০
এসিড সহিংসতা		৫	৩	২	৪	১	৩	১৮
যৌতুক সহিংসতা		৩৭	৪২	৫৪	৬৪	৪৭	১৮	২৬২
ধর্ষণ		১০৯	৯৩	১১৫	১১১	৪১	৪৭	৫১৬
যৌন হয়রানীর শিকার		৪৪	৩১	৫১	৪৬	১১	২১	২০৪
ফৌজদারী কার্যবিধির ১৪৪ ধারা জারি		৯	১০	৪	২	০	২	২৭
গণপিটুনীতে মৃত্যু		১৭	৮	১০	৬	৯	১১	৬১
তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমিক	নিহত	৮	০	০	১১২৯	১	১	১১৩৯
	আহত	২৩৫	১৭৮	৭৫	২৬৮৩	৩৬১	২৬৭	৩৭৯৯

* অধিকার এর প্রাপ্ত তথ্য হতে সংকলিত

সুপারিশসমূহ

১. বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার এবং জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলে বাংলাদেশের প্রথম ইউপিআর এ দেয়া ঘোষণা অনুযায়ী বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধ করতে হবে। সরকারকে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে।

২. আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক নির্যাতনের ঘটনাগুলো তদন্ত করে ফৌজদারি আইন অনুযায়ী অপরাধীদের বিচার করতে হবে। সরকারকে নির্যাতন বিরোধী আইন প্রণয়ন করতে হবে ও অবশ্যই নির্যাতন বিরোধী জাতিসংঘ সনদের অপসনাল প্রোটোকল অনুমোদন করতে হবে।

৩. আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয় দিয়ে অবৈধভাবে আটক এবং নিখোঁজ হওয়া ব্যক্তিদের উদ্ধার করতে হবে এবং এ ব্যাপারে সরকারকে ব্যাখ্যা দিতে হবে। অধিকার অবিলম্বে নিখোঁজ হওয়ার বিরুদ্ধে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ডিসেম্বর ২০, ২০০৬ গৃহীত সনদ 'ইনটারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দি প্রোটেকশন অফ অল পারসনস্ ফ্রম এনফোর্সড ডিসএপিয়ারেনস্' অনুমোদন করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

৪. সংবাদ মাধ্যমের ওপর হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে। আমার দেশের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমানের ওপর নির্যাতন বন্ধ করতে হবে এবং তাঁকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে। আমার দেশ, দিগন্ত টিভি এবং ইসলামিক টিভির ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে। সাংবাদিকদের হুমকি ও তাঁদের ওপর হামলার ঘটনাগুলোর সুষ্ঠু তদন্ত করতে হবে এবং দোষী ব্যক্তিদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে।

৫. আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সব কর্মকাণ্ডের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে এবং তাদের দায়মুক্তি রোধে সরকারকে ব্যবস্থা নিতে হবে।

৬. রাজনৈতিক কর্মসূচিকে বাধা দেওয়া যাবে না। অসাংবিধানিক কর্মকাণ্ড থেকে সরকারকে বিরত থাকতে হবে।

৭. রাজনৈতিক সহিংসতা এবং দুর্বৃত্তায়ন বন্ধের জন্য সরকারকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং সহিংসতা ও দুর্বৃত্তায়নে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে হবে এবং সহিংসতা বন্ধে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে রাজনৈতিক প্রভাবের বাইরে এসে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।

৮. শিল্প শ্রমিকদের সমন্বিত সুরক্ষা কার্যক্রমের আওতায় আনতে হবে এবং শিল্প কারখানাগুলোকে পরিকল্পিতভাবে সঠিক অবকাঠামো ও পর্যাপ্ত সুবিধাসহ গড়ে তুলতে হবে। শ্রমিক ছাঁটাই, শ্রমিকদের বেতনভাতা বকেয়া রাখাসহ শিল্প পুলিশ ও অন্যান্য আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে শ্রমিকদের লাঞ্ছনা বন্ধ করতে হবে।

৯. সন্ত্রাস দমন আইন ২০০৯ সহ সমস্ত নিবর্তনমূলক আইন বাতিল করতে হবে।

১০. মানবাধিকার সংগঠনসহ বেসরকারী সংস্থাগুলোকে অধিকতর নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো'র প্রস্তাবিত বিল সরকারকে প্রত্যাহার করতে হবে।

১১. বিএসএফ'র মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো সরেজমিনে অনুসন্ধান করে এর বিরুদ্ধে ভারতের কাছে শক্ত প্রতিবাদ জানাতে হবে এবং ভিকটিমদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে ভারত সরকারকে বাধ্য করার উদ্যোগ নিতে হবে। বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী বাংলাদেশী নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

১২. ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

১৩. নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনায় অধিকাংশ অপরাধীর বিচার না হওয়ায় ও বিচারের দীর্ঘসূত্রিতার কারণে নারীর প্রতি সহিংসতা বেড়েই চলেছে। নারী নির্যাতন বন্ধের লক্ষ্যে অবশ্যই অভিযুক্তদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে ও সর্বস্তরে নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধের জন্য সচেতনতামূলক কার্যক্রম নিতে হবে।